মানব--সখা

প্রথমভাগ।

বালক বালিকাদিগের শিক্ষার্থ।

শ্রীহারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক

প্রণীত।

মঙ্গলগঞ্জ-মিশন প্রেসে

শ্রীপার্ব্বতিচরণ সরকার দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৯৭ সাল

জ্যৈষ্ঠ।

মূল্য ৶০ আনা মাত্র

সূচী পত্র।

বিজ্ঞাপন।

গল্প পড়িতে ও শুনিতে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই উৎসুক, সুতরাং শুষ্ক নীতি অপেক্ষা গল্পছলে নীতি-উপদেশ দিলে লোকে শীঘ্র তাহা বিস্মৃত হয় না। এই অভিপ্রায়ে সাধারণের পাঠ জন্য "সুলভ সমাচার ও কুশদহ" নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, এখন তাহা সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করা গেল। গল্পগুলি সম্পূর্ণ নূতন নহে, স্থানে স্থানে কোন কোন পুরাতন গল্পের আংশিক ভাবার্থ আছে। এ পুস্তক পড়িয়া কাহারও মন ধর্ম্ম ও নীতির দিকে অগ্রসর হইলে আমার শ্রম সার্থক বোধ করিব।

চাউটান, ব্রহ্মদেশ।
বৈশাখ, ১২৯৬।

শ্রীহারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রথমভাগ।

——০:(০):০——

নাস্তিক রাজা ও ধার্ম্মিক মন্ত্রী।

এক নাস্তিক রাজার ঈশ্বরপরায়ণ ধার্ম্মিক মন্ত্রী ছিলেন তিনি রাজাকে ঈশ্বরে বিশ্বাস করাইবার জন্য কত প্রকারে বুঝাইয়াও কৃতকার্য্য হন নাই। সৃষ্টির কৌশল বুঝাইয়া বলিলে রাজা এ সকলের আপনা আপনি এমন সুশৃঙ্খলা হইয়াছে বলিতেন। একদা গ্রীষ্মকালে রাজা নদীর শীতল বায়ু সেবনার্থ মন্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া নৌকায় ভ্রমণে বাহির হইলেন। জোয়ার ও অনুকূল বাতাসে নৌকা তীরের ন্যায় ছুটিতে লাগিল, রাজা স্বভাবের শোভা সন্দর্শন করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার সময় ক্রমে জোয়ার শেষ হইল এবং ভয়ানক ঝড় হইতে লাগিল, অগত্যা তাঁহারা নৌকা কিনারায় লাগাইলেন। রাজা সেই রাত্রিতে নিকটস্থ একটী উৎকৃষ্ট বাগান

বাটীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বায়ুর ভয়ানক জে দেখিয়া তিনি নিদ্রা যাইতে পারিলেন না, এবং কতক্ষণে ভো হইবে, ঝড় থামিবে বারম্বার মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগি লেন। মন্ত্রী বলিলেন "মহারাজ! যে রূপ গতিক দেখিতেছি, হয় এ ঝড় থামিবে না, ভোরও হইবে না।" রাজা বলিলে "তাহাও কি সম্ভব, তাহা হইলে সৃষ্টি যে রসাতলে যাইবে।' ক্রমে প্রভাত হইল, সূর্য্য উদিত হইল, পৃথিবী আবার হাঁসিল, রাজা প্রকৃতির সন্দর্শনার্থ বাহিরে আসিলেন এবং কতক্ষণে জোয়ার হইবে নৌকা খুলিতে পারা যাইবে মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। মন্ত্রী বলিলেন "আজ এই মাত্র এমন ঝড় বৃষ্টিতে সব গোলমাল হইয়া গিয়াছে, হয়ত আর জোয়ার আসিবে না।" রাজা বলিলেন "তাহা কখন সম্ভব নহে, জোয়ার ঠিক সময়ে হইবেই হইবে কখন ভুলিবে না, তাহা না হইলে সৃষ্টি চলিবে না, এরূপ অনিয়ম হইলে নদী শুষ্ক হইয়া যাইবে, মাঝি মাল্লারা পণদ্রব্য পূর্ণ নৌকা লইয়া অপেক্ষা করিতেছে, তাহাদেরও ব্যবসায়ের সমূহ ক্ষতি হইবে।" যতক্ষণ না জোয়ার আইসে ততক্ষণ মন্ত্রী নিকটবর্ত্তী বাগান দেখিতে রাজাকে অনুরোধ করিলেন, রাজা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন যে ঘাস সকল এমন প্রণালীতে ছাটা ও কেয়ারী করা হইয়াছে যে তাহাতে তাঁহার নাম লেখা হইয়াছে। তখন রাজা আশ্চর্য্য হইয়া মন্ত্রীকে বলিলেন "ইহা কাহার কর্ম্ম?" মন্ত্রী উত্তর করিলেন, "ইহা কেহই করে নাই, মালীরা গাছ পুঁতিয়া গিয়াছিল, হঠাৎ তাহাতে আপনার নাম হইয়াছে," রাজা বলিলেন "তাহাও কি কখন সম্ভব?" মন্ত্রী

বলিলেন "যখন এমন সুন্দর পৃথিবী আপনার মতে আপনা আপনি হইয়া সুকৌশলে চলিতে পারে, কাহারও সাহায্যাপেক্ষা করে নাই, তখন পৃথিবীতে এত ঘাস হইতে হঠাৎ আপনার কি নাম ঠিক হইতে পারে না? ঘাসগুলি কে এমন সাজাইয়াছে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কিন্তু এমন সুন্দর বিশ্ব সংসার কেহ করিয়াছে বলিয়া কি বুঝিতে পারেন না? ঝড় থামিবে, রাত দিন হইবে, জোয়ার হইবে, নচেৎ সৃষ্টি নাশ হয় ইহা বুঝিতে পারেন, কিন্তু এ সকলের মধ্যে কি সেই বিশ্ব নিয়ন্তার হস্ত দেখিতে পান না? ঘাসগুলি যেমন আমি এমন করিয়া পুঁতিয়াছি ও কেয়ারি করিয়াছি তেমনি জানিবেন পৃথিবীর সকল কার্য্যের পশ্চাতে এক মহাপুরুষের অদৃশ্য হস্ত আছে, তিনি স্বহস্তে সুকৌশলে সকল চালাইতেছেন।" রাজা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন না বলিয়া অপ্রতিভ হইলেন এবং মন্ত্রীর নিকট ক্ষমা চাহিলেন। বলা বাহুল্য সেই দিন রাজা মন্ত্রীর সহিত সেই বিশ্বনিয়ন্তার প্রথম পূজা করিয়া আপনি কৃতার্থ হইলেন।

ঈশ্বরের অন্যায় নিন্দা।

একদা এক পথিক মরুভূমি মধ্যে পদব্রজে গমন কালে পথে রৌদ্রে ও উত্তপ্ত বালুকায় ক্লিষ্ট হইয়া ঈশ্বরকে নিন্দা

করিতে করিতে বলিল, "হা ঈশ্বর! তোমার বিচার নাই, যাহাকে দিয়াছ তাহাকে খুবই দিয়াছ, আর যাহাকে দেও নাই, তাহাকে কিছুই দেও নাই, কত লোকে উষ্ট্রের উপর আহার ও পানীয় নানা প্রকার সুখসেব্য দ্রব্য লইয়া সচ্ছন্দে এই ভয়ানক মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকাকে উপহাস করিতে করিতে যাইতেছে। আর আমি তোমার কি করিয়াছি যে সামান্য মাত্র কোন যানও নাই।" পথিক এইরূপে যাইতে যাইতে দেখিল যে এক ব্যক্তি শূন্য পাদুকায় ও শূন্য মস্তকে সেই অসহ্য রৌদ্রতাপে উত্তপ্ত বালুকার উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে, তখন সেই পথিক ভাবিল, "আমার তো জুতা ও ছাতি আছে, এ ব্যক্তি এমন অবস্থায় কি রূপে যাইতেছে।" কতক্ষণ পরে একটী খঞ্জ ব্যক্তিকে দেখিল, সে অতি কষ্টে বসিয়া বসিয়া সূর্য্যতাপে তাপিত বালুকার উপর দিয়া যাইতেছে, তখন পথিক একবারে বিস্মিত হইল, মনে মনে ভাবিতে লাগিল, যে আমার এমন হইলে তো সহ্য করিতে পারিতাম না, এবং তখন হৃদয়ের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল, "ধন্য ঈশ্বর! যে তুমি আমাকে খঞ্জ কর নাই, আমার জুতা ছাতা আছে, আমি উপর দিক দেখিয়া আপনাকে অসুখী ভাবিয়া তোমার নিন্দা করিতেছিলাম তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা কর, আমি নীচের দিকে দেখিলে আপনাকে সুখী বিবেচনা করিতে পারিতাম।

ধন রত্ন লোভে প্রাণ হারাইও না।

একদা একখানি অর্ণবপোত সমুদ্রের উপর দিয়া যাইতেছিল, জাহাজ খানি বেশ বড়; কিন্তু অসীম সাগরবক্ষে যেন একখানি মোচার খোলার ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। ইহাতে অনেকগুলি আরোহী ছিল, সকলেরই কর্ম্ম না থাকায় বেশ সাবকাশ ছিল। কেহ হাঁসিতেছে, কেহ কাশিতেছে, কেহ গীত গাইতেছে, কেহ ধূম পান করিতেছে, কেহ খেলিতেছে কেহ তাহা দেখিতেছে, কেহ খাইতেছে, কেহ খাইবার উদ্যোগ করিতেছে। জাহাজ খানি মহাসাগর পার হইয়া নূতন মহাদেশে যাইবে। আধ ঘণ্টা অন্তর টুং টাং করিয়া জাহাজের ঘণ্টা বাজিতেছে এবং সময়ের অস্থায়িত্ব প্রচার করিয়া দিতেছে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, অনেকে তাহা শুনিয়াও শুনিতেছে না। অনেকেরই কাজ নাই অথচ অবসরও নাই। গভীর সাগরের নীল জলরাশির উপর তরঙ্গমালা কি অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করিয়াছে, বায়ু দ্বারা তাহাদের মস্তক চূর্ণীকৃত হওয়াতে শুভ্র ফেনপুঞ্জ যেন অসংখ্য কমলের ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল।

এইরূপ করিয়া কয় দিন বেশ গেল। একদিন অপরাহ্ণে হঠাৎ বাতাসের বেগ বাড়িতে লাগিল, ক্রমে বায়ুর জোরে তরঙ্গ সকল ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। অন্ধকার হইয়া আসিল, ঝড় বিলক্ষণ বাড়িতে লাগিল, আরোহীরা অনেকেই শয্যাগত হইয়া বমন করিতে লাগিল, বড় বড় ঢেউ সকল এত বড় জাহাজ খানিকে যেন একটী সামান্য ক্রীড়ার বস্তু করিয়া

তুলিল, কখন মস্তকে করিয়া উত্তোলন করে, কখন আবার মস্তক-চ্যুত করিয়া নিক্ষিপ্ত করে, সুতরাং স্থির হইয়া শুনিলে "হস" ও "ঝুপ" কেবল এই মাত্র শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় এবং মাঝে মাঝে "ওয়াক" আরোহীদিগের এই রূপ বমন শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। জাহাজের কর্ম্মচারীরা সকলে বড় ব্যস্ত, খালাসির সর্দ্দার (সারেঙ্গ) বাঁশীর শিশ দিয়া লৌহ দণ্ডে কখন পাইল বাঁধিতেছে, কখন রসি গুড়াইতেছে। যেন একটী ভয়ানক ঘটনার জন্য সকলে প্রতীক্ষা করিতেছে, কালরাত্রি যেন দশন বিকসিত করিয়া গ্রাস করিতে আসিতেছে ক্রমে জাহাজের অবস্থা ভয়ানক হইল, চারিদিক হইতে প্রচুর পরিমাণে জল উঠিতে লাগিল, জাহাজ রক্ষা পাওয়া ভার, এইরূপ কথা শ্রুত হইল, কারণ জাহাজ বাতাসের জোরে দিগ্‌ভ্রষ্ট হইয়া যাইতেছে। রাত্রি একটার সময় একটী ভয়ানক শব্দ শ্রুত হইলে সকলে চমকিয়া উঠিল। কাপ্তেন সাহেব আরোহীদিগকে বলিতে লাগিলেন "জাহাজ শিলায় ভগ্ন হইয়াছে, শীঘ্র জলমগ্ন হইবে, যদি প্রাণ বাঁচাইতে চাহ, তবে জীবনতরি (Life Boat) প্রস্তুত, সকলে তাহাতে আরোহণ করিয়া জীবন রক্ষা কর।" প্রাণের দায়ে সকলে যে যেমন অবস্থায় ছিল, ক্ষুদ্র জীবনতরিতে আরোহণ করিতে লাগিল। লোকের বহুমূল্য দ্রব্যসকল যেখানকার সেই খানেই রহিল, প্রাণ লইয়াই সকলে ব্যস্ত, কারণ ক্ষুদ্র নৌকার উপর কোন দ্রব্যাদি লইয়া যাইতে দেওয়া হইবে না। এমন সময়ে আশ্চর্য্যের বিষয়, কয়েকটী নীচ প্রকৃতির অল্পবুদ্ধি

লোক দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিতে লাগিল, কাপ্তেন বারংবার তাহাদিগকে দ্রব্যাদি ফেলিয়া প্রাণ বাঁচাইবার কথা বলাতে তাহারা বলিল "যাহা অদৃষ্টে আছে হইবে, ধন রত্ন পাইবার এমন সুযোগ আর হইবে না, প্রাণ যায় সেও ভাল, তত্রাচ ধনরত্ন সংগ্রহ করিব।" বলা বাহুল্য তাহারা এতদবস্থায় থাকিতে থাকিতে জাহাজ জলমগ্ন হইল এবং তাহাদিগের সহিত ভারি দ্রব্যাদি থাকাতে তাহারাও তখনি জলমগ্ন হইল।

পাঠক! ঐ লোভী লোকদিগের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য হয়তো ধিক্কার দিবেন। কিন্তু দেখুন দেখি আমরা কি সেই প্রকৃতির লোক নহি? সংসারসমুদ্রে পাপ ঝড়ে যে আমাদের জীবনতরি এখনই বিনষ্ট হইবে। সাধুরা যে বার বার চীৎকার করিয়া আমাদিগকে জীবন রক্ষার উপায় বলিয়া দিতেছেন। "উলঙ্গ আসিয়াছি উলঙ্গ যাইতে হইবে, কিছুই সঙ্গে যাইবে না" আমরা এ কথা কিছুই গ্রাহ্য করিতেছি না, কেবল লোভ প্রযুক্ত ধনরত্ন সংগ্রহ করিয়া আরও সংসারাসক্ত হইয়া জীবন বিনষ্ট করিতেছি।

ভাল করিয়া বাঁধ বাঁধিবে।

এক ব্যক্তির প্রতি একটী কাটা খালের পঙ্কোদ্ধার করিবার আদেশ হয়। নদীর সঙ্গে সেই খালের যোগ থাকায় সে দিকে

একটী বাঁধ বাঁধার আবশ্যক হয়। সেই সময়কার নদীর জলের হিসাবে তাহা বেশ মজবুত রূপে প্রস্তুত করা হইয়াছিল। কর্ম্ম বেশ চলিতেছে কিন্তু অমাবস্যায় কোটালের জোয়ারের সময় কর্ম্ম পরিদর্শন কালে ঐ ব্যক্তি সংবাদ পাইলেন বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, অল্পক্ষণ মধ্যে দেখেন, কর্দ্দমময় জলরাশি হু হু শব্দে ছুটিয়া আসিতেছে, তাহার তেজ এত, যে সম্মুখে যাহা পড়িবে তাহার আর নিস্তার নাই। বাঁধের নিকট গিয়া শুনিলেন যে বাঁধ অল্প পরিসর ছিল, জোয়ার আসিবার কালে সকলে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া কিছুক্ষণ বাঁধ রক্ষা করিয়াছিল বটে, কিন্তু শেষে ঘোগ হইয়া যেমন এক বিন্দুমাত্র জল বাঁধের মধ্য দিয়া গেল অমনি নিমেষ মধ্যে সকল মাটী গলিয়া গেল।

বাঁধটী নষ্ট হইয়া অনেক অপচয় করিল বটে, কিন্তু ইহাতে একটী উত্তম শিক্ষা দিয়া গেল। মানুষের জীবন-নদীতে ধর্ম্ম-বাঁধটী বেশ মজবুত করিয়া বাঁধা আবশ্যক, আপাততঃ মজবুত দেখিলে যথেষ্ট হইল না, কারণ পাপ প্রলোভনেরও কোটালে জোয়ার আছে, তখন বাঁধ রক্ষা করা কঠিন, বিন্দুমাত্র পাপবারি যাইলে নিমেষ মধ্যে সকল নষ্ট হইবে। পরে সম্পূর্ণ ভাটা পড়িলে বিশেষ যত্ন করিলে নূতন করিয়া পুনরায় বাঁধা যাইতে পারে, কিন্তু তখনও ভয় জন্য যে ঘোগ পড়িয়াছে তাহা পূরণ করিতে অধিক পরিশ্রম আবশ্যক হইবে।

কুকুর না চাকর।

এক রাজার একজন ধার্ম্মিক মন্ত্রী ছিলেন। মন্ত্রী প্রাণপণে সমস্ত দিবা রাত্রি রাজকার্য্য করিতে ত্রুটি করিতেন না, কিন্তু নিশীথ সময়ে এক ঘণ্টা মাত্র একটী নির্জ্জন গৃহে ঈশ্বরোপাসনায় অতিবাহিত করিতেন। তখন কেহ ডাকিলে বা সহস্র কার্য্য পড়িলেও আপনাকে বিচলিত করিতেন না। একদা অন্ধকার রাত্রিতে মুসলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে, মন্ত্রী উপাসনা গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া একাগ্রচিত্তে ঈশ্বর ধ্যানে নিবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে অন্দর মহলে রাণী রাজার নিকটে একটী নির্দ্দিষ্ট হীরকালঙ্কার দেখিতে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেন। গহনাটী ধনাগারে বদ্ধ ছিল এবং উহার চাবি মন্ত্রীর নিকট থাকায় রাজা তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। রাজদূত গিয়া দেখিল মন্ত্রী মহাশয় উপাসনা গৃহে দ্বার রুদ্ধ করিয়া আছেন, সুতরাং তাঁহাকে ডাকিতে সাহস না হওয়ায় দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতে লাগিল। রাজপ্রাসাদের অতি নিকটেই মন্ত্রীর গৃহ, মন্ত্রীর আগমনে এত বিলম্ব দেখিয়া রাণী ব্যস্ত হইলেন, সুতরাং রাজা আর একজন দূত পাঠাইলেন। সেবারও মন্ত্রী শীঘ্র আসিলেন না, দেখিয়া রাজ্ঞী উপহাস করিয়া বলিলেন যে রাজকর্ম্মচারীরা রাজাকে এই রূপেই গ্রাহ্য করিয়া থাকেন বটে! রাজা ক্রোধান্বিত হইয়া ভাবিলেন, যদি আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে মন্ত্রী না আসেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার মুণ্ডচ্ছেদের আদেশ দিবেন।

আরও আধ ঘণ্টাকাল বিলম্বে মন্ত্রী উপাসনা গৃহ হইতে বাহিরে আসিবার সময় রাজ-দূতদিগকে দ্বারদেশে দেখিতে পাইলেন। রাজা তাঁহাকে ডাকিতেছেন তাহারা তাঁহাকে জ্ঞাপন করায় তিনি অবিলম্বে রাজপ্রাসাদের নিকট আসিতে লাগিলেন। রাস্তার ধারে একটী মেথরের গৃহ ছিল, অধিক রাত্রিতে পথ চলার শব্দ পাওয়াতে মেথরাণী মেথরকে জিজ্ঞাসা করিল 'এত রাত্রে অন্ধকারে এমন বৃষ্টির সময় কে যায়?' মেথর উত্তর করিল "কুকুর হইবে" তাহার স্ত্রী বলিল, "কখন নয়, কারণ এত বৃষ্টিতে সে কখন ভিজিবে না, বরং ছাচতলো বা অপর কোন আশ্রয়ে আরাম করিবে। ইহা অবশ্য কোন চাকর হইবে, কারণ তাহার প্রভুর আজ্ঞা পালনে তাহার কোন ওজর করিবার অধিকার নাই।" মেথরদিগের এই কথা মন্ত্রীর কর্ণগোচর হওয়াতে মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন 'হায়! হায়!! বাস্তবিক কুকুরের অবস্থা চাকরের অপেক্ষা ভাল, কারণ সে স্বাধীন, আমি সমস্ত দিন রাজকার্য্য প্রাণপণে করিতেছি, অন্ধকার রাত্রিতে এক ঘণ্টা কাল মাত্র ঈশ্বর উপাসনায় ছিলাম ইত্যবসরে রাজার লোকের উপর লোক প্রেরণ; আর চাকুরী করিব না, ইহাতে ঘৃণা হইয়াছে। মন্ত্রী এই সকল ভাবিতে ভাবিতে রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার কি আজ্ঞা, জিজ্ঞাসায় রাজা বলিলেন "কেন? এই মাত্র তুমি আমাকে গহনা দিয়া গিয়াছ, আর আমি তোমাকে ডাকি নাই।" মন্ত্রী বলিলেন "রাগ করিবেন না, আমি উপাসনা করিতেছিলাম, রাজদূতসকল দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতেছিল, গৃহ হইতে

বাহির হইয়াই সমাচার পাইবামাত্র তাহাদের সহিত আসিয়াছি, আমি কখনই পূর্ব্বে আসি নাই।” রাজা বলিলেন “তুমিই আমাদিগকে এই গহনা দিয়া গিয়াছ, তখন তুমি আসিতে আর একটু মাত্র বিলম্ব করিলে তোমার প্রাণ দণ্ড করিব স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু সময় মত উপস্থিত হইয়াছিলে বলিয়া রক্ষা পাইয়াছ, এখন আমি তোমার উপর রাগ করি নাই।” তখন ক্রমে কথোপকথনে আর কাহার বুঝিতে বাঁকি রহিল না, যে কোন অনৈসর্গিক ঘটনায় ভক্তবৎসল ভগবান আপন ভক্তের প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। মন্ত্রী তখনই জানু পাতিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন এবং আপন কর্ম্মে জবাব দিয়া রাজাকে বলিলেন, “মহারাজ! দিন রাত্রি প্রাণপণ করিয়া কুকুরের অধম চাকর হইয়া আপনার কার্য্য করিতেছি, কিন্তু সামান্য দোষে আপনি ক্রোধান্বিত হইয়া সহজেই আমার প্রাণদণ্ডের স্থির করিয়াছিলেন, আর দেখুন, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পুরা এক ঘণ্টাও নয়, আমি ঈশ্বর-উপাসনা করি, তিনি কৃপা করিয়া আশ্চর্য্য রূপে আমার প্রাণ রক্ষা করিলেন। আমি আর আপনার কর্ম্ম করিব না, সেই মঙ্গলময় ঈশ্বরোদ্দেশে আজ হইতে জীবন সমর্পণ করিলাম।” পর দিবস অতি প্রত্যূষে নগর মধ্যে জনরব উঠিল, মন্ত্রী মহাশয় সব ফেলিয়া কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া চলিয়া গিয়াছেন। ভাণ্ডারের চাবি ইত্যাদি সহ মন্ত্রীর একখানি পত্র পাওয়া যায়, তাহা হইতে নিম্নে কিছু উদ্ধৃত করা গেল।

“পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া আমি প্রাণপণে কাহারও

সেবা করিতে ত্রুটি করি নাই; রাজা, পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সকলেরই সেবা করিলাম। কিন্তু দেখিতেছি যতই সেবা করি না কেন, নিমেষ মাত্র একটু ত্রুটি হইলেই মুখ ভার হইতে প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইতে পারে। কিন্তু সমস্ত দিন মধ্যে অতি অল্প সময় যাঁহার সেবা করি সেই দয়াময় ঈশ্বরই কেবল কখনই অসন্তুষ্ট হন না এবং সহস্র দোষ করিলেও ক্ষমা করিতে প্রস্তুত আছেন। মানুষের পাপের পরিমাণ অপেক্ষা তাঁহার দয়ার পরিমাণ অনেক বেশী। মহারাজ! আজ আমার পদোন্নতি হইল, আজ আপনার সামান্য চাকুরী ছাড়িয়া সেই রাজাধিরাজের চাকুরীতে প্রবৃত্ত হইলাম, এখন আমি সমস্ত সময় অবিচ্ছিন্ন ভাবে তাঁহার কার্য্যে সমর্পণ করিলাম।"
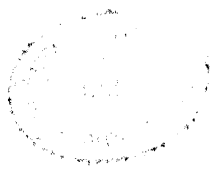
নব্য বাঙ্গালীর আশ্রম চতুষ্টয়।

শ্রীমান্ রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেবতা ব্রাহ্মণে খুব ভক্তি, বয়স ৮১ বৎসর মাত্র। সরস্বতী পূজার পূর্ব্ব বৈকালে ভাবের সহিত আমের মুকুল, যবের শীষ, কুল, ফুল ইত্যাদি

সংগ্রহ করিতেছেন। পরদিন প্রাতে স্নাত হইয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করত দোয়াত কলম পুস্তকাদি বেষ্টিতা সরস্বতীর সম্মুখে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ ও "সরস্বত্যং নমোনিত্যং" ইত্যাদি বলিয়া ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। সে দিন একটীবারও পুস্তক ও কাগজ কলম ছুঁইলেন না, পাছে বিদ্যা না হয়। ক্রমে তাঁহার যজ্ঞোপবীত হইল, পৈতা মাজা ও সন্ধ্যাহ্নিকের ভারি ধুম। নবোৎসাহে প্রাতঃস্নান করিয়া ত্রিসন্ধ্যা শিবপূজা গণেশপূজা ইত্যাদি না করিয়া জল গ্রহণ করেন না, আহারের সময় কথা কহেন না, কিন্তু "হুঁ" "উহুঁ" ইত্যাদি নানা প্রকার ভাব ভঙ্গির দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করেন। একাদশীর উপবাস করা হয়, কিন্তু বাড়ীর অপর ছেলেদের কেমন বুঝিবার ভ্রম, তাই তাঁহার জল খাবার ও রুটী লুচির বন্দোবস্ত দেখিয়া তাহারাও একাদশীর উপবাস করিতে চাহে। ক্রমে এক বৎসর গত হইল, রমেশচন্দ্রের ভাত খাইবার সময় কথা কহিতে আর আপত্তি রহিল না, একাদশী করাও বন্ধ হইল, তিনি কিছু দূরে এক ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। প্রত্যূষে তাড়াতাড়ি আহার করিয়া স্কুলে যাইতে হয়, সুতরাং আর রীতিমত সন্ধ্যাহ্নিক হয় না, ১০ বার গায়ত্রী জপিয়া সারেন। ক্রমে তাঁহার পাঠ্য পুস্তকে দেখিলেন যে প্রস্তর ঠাকুর যাহা তিনি এত দিন পূজা করিলেন, তাহা কিছুই নয়, "তাহার হাত আছে গ্রহণ করিতে পারে না, পা আছে চলিতে পারে না" ইত্যাদি। রমেশচন্দ্র ভাবিলেন, সর্ব্বনাশ! তবে কি আমি এতদিন ছেলে বয়সে খেলা পুতুল করিয়াছিলাম, যথার্থ পূজার দেবতা কি নাই?

এ সকল ভাবিয়া ভাবিয়া তাঁহার মন তোলা পাড়া করিতে লাগিল। একবার মাহেশের রথ দেখিতে গিয়া রমেশচন্দ্র পাদরি সাহেবের আধ বাঙ্গলায় বক্তৃতা শুনিলেন, এবং হিন্দু ধর্ম্মের বিরুদ্ধে একখানি পুস্তক উপহার পাইলেন। উহা এবং তাঁহার সঙ্গের আর আর সকলে যে নানা প্রকার পুস্তক উপহার পাইয়াছিলেন, তাহাও এক এক খানি করিয়া সকলগুলি পড়িলেন। মনে ভারি গোল হইতে লাগিল, কখন ভাবিতে লাগিলেন, হয়ত খ্রীষ্টধর্ম্ম ভাল, কিন্তু এ কথায় তাঁহার মন সন্তোষ লাভ করিতে পারিল না। এমন সময় একদিন হঠাৎ একখানি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তক তাঁহার হাতে পড়িল। পুস্তক খানিতে তিনি যেন মনের কথা অনেক পাইলেন, ক্রমে অনুসন্ধান করিয়া ব্রাহ্মসমাজের অনেকগুলি পুস্তক পড়িলেন। শেষে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতে লাগিলেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্মে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে লাগিলেন। রমেশচন্দ্র বাল্যবিবাহ জাতিভেদ স্ত্রীশিক্ষা স্ত্রীস্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়ে খুব লম্বা লম্বা প্রবন্ধ লিখিতেন। ক্রমে তাঁহার পিতা মাতা তাঁহার বিবাহ দিলেন। কি করেন, বাধ্য সন্তান হইয়া সকল সহ্য করিলেন। তিনি একজন খুব উৎসাহী যুবক হইলেন। স্কুল ছাড়িবার পূর্ব্বে তিনি একটী পুত্ররত্ন লাভ করিলেন, পিতা ও শশুরের খাতিরে তাহার অন্নপ্রাসন হইল। শেষে তিনি কর্ম্মস্থলে গেলেন, কর্ম্মের দায়ে ও নানা প্রকার সঙ্গিগণের বিড়ম্বনায় রমেশচন্দ্র পূর্ব্বে যেমন প্রত্যহ উপাসনা করিতেন, সেই টুকু কঠোর নিত্যকর্ম্ম রহিল এবং ক্রমে তাহার সময় কমাইতে কমাইতে

একেবারে বিলীন হইল। আমাদের শ্রীমান্ রমেশচন্দ্র এখন রমেশ বাবু, তাঁহার অবশ্যই কোন কুসংস্কার নাই, সুতরাং এখন আর তাঁহার দাড়িওয়ালা রফাতুল্লা বাবুর্চ্চির হাতে মুরগীর তরকারী মটন্ চপ খাইতে কোন আপত্তি নাই। ঐসকল ক্রমে এত "আবশ্যকীয়" হইয়া উঠিল, যে সাদাসিদে ডাল ভাত তরকারি আর তাঁহার ভাল লাগে না। কিন্তু বাবুর্চ্চির খানা বাঙ্গালীর পেটে হজম হবে কেন? কাজেই তাহাতে একটু একটু মদ "অগ্নিউদ্দীপক" বলিয়া "ঔষধার্থে" ব্যবহার করিতে হইত। কিন্তু তিনি ঐ "ঔষধ" সেবন করিয়া মাতাল হইয়া ছিলেন এমনও শোনা গিয়াছে। ক্রমে রমেশ বাবু পেন্সন লইয়া দেশে আসিলেন। তখন লোকের অনুরোধে আর নিজের সম্ভ্রম রক্ষার্থ দুর্গোৎসব করিতে হইল। বাবু তখন ত আর যা' তা' খাইতে পারেন না এবং বয়সও অনেক হইয়াছে তাই, তখন নিরামিশ গঙ্গাজলে পাক একান্ন আহার করেন, কিন্তু প্রাণটা এক একবার "অগ্নিউদ্দীপক ঔষধের" জন্য কাঁদিয়া উঠে। দুর্গোৎসবে বিশ্বাস নাই, তবে দশজনের কাছে নাম কিনিবার জন্য খুব ধুম ধাম করিতে হয়। দেশে হরিসভাতেও তাঁহাকে যোগ দিতে হইয়াছিল এবং তখন তিনি লোকের কাছে হিন্দু বলিয়াই সমাদৃত হইতেন। এখন তিনি ভিন্ন গোত্রে খান না, এবং আচমনি সংস্পর্শ দ্রব্য স্পর্শ করেন না। একবার পৌষ মাসের জ্বরে তাঁহার আসন্ন মৃত্যু দেখিয়া তাঁহার আত্মীয়েরা একেবারে তাঁহাকে মাদুরে মুড়িয়া গঙ্গাজলে অন্তর্জলি করিতে লাগিলেন, ঠাণ্ডা জল গায়ে লাগিবা মাত্র ছ্যাক্ করিয়া উঠিল

এবং ভাবিলেন "এ আবার কেন, আমিত গঙ্গাকে বিশ্বাস করি না," কিন্তু আর ভাবিবার সময় নাই, তাঁহার সংজ্ঞা রহিত হইল, এবং সেই খানে আমাদের রমেশ বাবু মানবলীলা সংবরণ করিলেন। আহা! রমেশ বাবু! যে ধর্ম্ম তুমি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলে, যদি তাহা কার্য্যত পালন করিতে, তাহা হইলে তোমার অন্তরে ও বাহিরে এত কষ্ট সহ্য করিতে হইত না!!!

তার পর?

নাতি। ঠাকুরদাদা! আমি বি, এ, পরীক্ষায় পাস হইয়াছি। জলপানিও পাইবার সম্ভাবনা আছে।

ঠাকুরদাদা। বেঁচে থাক দাদা, তোমরা সুখী হও। তার পর?

না। এখন আপনার আশীর্ব্বাদে বি, এল, টা পাস হইতে পারিলেই সব শেষ হয়।

ঠা। এমন কথা বলিও না, শিক্ষায় ত শেষ নাই! এইতো তোমার জীবনের আরম্ভ মাত্র, বি, এল, পাস হইলে তার পর কি করিবে?

না। কেন? ওকালতি করিব।

ঠা। তার পর?

না। উকীল হইয়া ভাল পসার করিয়া দুই পয়সা উপার্জ্জন করিয়া সুখে জীবন কাটাইব।

ঠা। তার পর?

না। তার পর, কলিকাতায় বেশ একখানি বাড়ী কিনিব, তাহা বলিয়া আমাদের পল্লীগ্রাম একেবারে বিস্মৃত হইব না, সেখানেও একটা বাড়ী করিব।

ঠা। তার পর?

না। পরিবারদিগকে লইয়া কলিকাতায় সর্ব্বদা থাকিব, তাহাতে ওকালতী কার্য্য বেশ চলিবে, সচ্ছন্দে পরিবার লইয়া থাকিতে পাবির এবং ছেলেদেরও লেখাপড়ার বিশেষ সুবিধা হইবে।

ঠা। তার পর?

না। গ্রীষ্মকালে মধ্যে মধ্যে আমাদের পল্লীগ্রামের বাগান বাটীতে সপরিবারে আসিব এবং দেশের বিদ্যালয় চিকিৎসালয় প্রভৃতির উন্নতির বিষয়ে যত্ন করিব।

ঠা। তার পর?

না। ওকালতি করিয়া টাকা সঞ্চয় করিলে বৃদ্ধ বয়সে যখন কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইব, তখন আবার সন্তানেরা বড় হইয়া বিষয় কর্ম্ম করিবে।

ঠা। তার পর?

না। (অনেক ভাবিয়া) তার পর মরিতে হইবে

ঠা। তার পর ?

না। (চিন্তিত অবস্থায়)

ঠা। দেখ দাদা, তুমি এখন আর ছেলে মানুষ নও, কিছু লেখা পড়া শিখিয়াছ, সকল বুঝিতে পার। তোমার জীবনের পরের পর এতগুলিন ঘটনা স্থির করিয়া রাখিয়াছ, কিন্তু ভগবান না করুন, তোমার ভবিষ্যৎ গণনা সকল ব্যর্থ হইতে পারে, অর্থাৎ তুমি বি, এল, পাস না হইতে পার, ওকালতিতে তোমার পয়সা উপায় করা দূরে থাকুক, তুমি সর্ব্বস্বান্ত হইতে পার; তুমি বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে না পার ইত্যাদি; কিন্তু যে ঘটনা তোমার জীবনে অবশ্যম্ভাবী সেই মৃত্যুর পর তোমার কি হইবে, সে বিষয়ে তুমি কিছু মাত্র চিন্তা কর নাই, নচেৎ মৃত্যুর নাম করিতে তোমাকে এত চিন্তিত কেন দেখিব, এবং তার পর কি, বলিতে একেবারে অক্ষম হইবেই বা কেন ? সেই জন্য বলি এবং বৃদ্ধের কথাটী যেন স্মরণ থাকে, যাহা ভাব না কেন, পর পর তার পর কি হইবে ভাবিয়া আপনার ইহকাল পরকালের উন্নতি করিবে।

বার্দ্ধক্য দেব।

আমার নাম বার্দ্ধক্য দেব। আমি যম রাজার প্রধান অমাত্য, সেই জন্য লোকে আমাকে ভয় ও ভক্তি করে।

আমার লোলিত চর্ম্ম, স্খলিত দন্ত, শ্বেত শ্মশ্রু, চিক্কন মস্তক দেখিয়া তোমরা হাঁসিও না. আমি তোমাদের মঙ্গলার্থ এই যষ্টিতে ভর দিয়া দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছি। মানুষের ৩৭।৩৮ বৎসর বয়স হইলেই প্রায় আমি তাঁহার সহিত আলাপ করিতে চাই। প্রথমে মস্তকের আঘ্রাণ লই, আমার নিশ্বাসের এমনি গুণ যে তাহা লাগিবা মাত্র, মস্তকের কেশ সকল শুভ্র হইতে আরম্ভ হয়। নির্ব্বোধ লোকে অকাল পক্কতা মনে করে, সেই জন্য কত সৌগন্ধ মাথে ও বালিকাদিগের দ্বারা তাহা সমূলে উঠাইয়া ফেলে, কিন্তু এক গাছি শুভ্র কেশ না তুলিতে তুলিতে আবার দশ গাছি সেই রূপ হয়; ক্রমে মস্তক একেবারে কেশ হীন করিয়া ফেলে। আমি লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাই, আলাপ করিতে চাই, কিন্তু জানি না কেন প্রথমতঃ প্রায়ই সকলেই আমাকে দেখিয়াও দেখে না, এমন দুই একবার যাতায়াত করিয়া আমি ক্ষান্ত থাকি না, আলাপ করিয়া বন্ধুতা স্থাপন না করিতে পারিলে আমি নিশ্চিন্ত হই না। সেই জন্য প্রথম দুই এক বৎসরের মধ্যে উপযাচক হইয়া চশমা যষ্টি উপহার দেই। উপহার দেখিয়া অনেকেই আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন, শেষে আমার পরিচয় পাইয়া উহা দূরে নিক্ষেপ করেন। কখন কখন কলেজের ছাত্রেরা তাহা উঠাইয়া লইয়া আপনারা ব্যবহার করে এবং আমার প্রদত্ত উপহার লোককে দেখাইয়া আমার বন্ধু বলিয়া মিথ্যা পরিচয় দেয়। অধ্যবসায়ের গুণে আমি আলাপ করিতে সক্ষম হই, শেষে বন্ধুতা পর্য্যন্ত স্থাপন করি। তখন তাঁহারা

পুনরায় চশমা ও যষ্টি ভিক্ষা করিয়া চাহিয়া লয়েন, আমি তাহা তখন পুনরায় দেই। তখন বড়ই যত্ন করেন, বন্ধুতার চিহ্ন ছাড়া কখন এক পদও অগ্রসর হয়েন না। বন্ধুদিগকে ছাড়িয়া আমি থাকিতে ভাল বাসি না সেই জন্য সর্ব্বদাই নিকটে থাকি, লোকে তখন তাঁহাদিগকে আমার বন্ধু বা "বৃদ্ধ" এই আখ্যা প্রদান করে। বন্ধুরা নিদ্রিত থাকিলেও আমি তাঁহাদের গায়ে হাত বুলাইয়া দেই, তাহাতে তাঁহাদের স্ফীত গাল চুপসিয়া যায়, গালে মেছেতা পড়ে চক্ষুর কোলে কালীমার রেখা দেখা যায়, দাঁতের গোড়ায় বেদনা হয়, শরীরের উত্তাপও কিছু কিছু করিয়া কমিতে থাকে। ক্রমে আহার ও পরিশ্রম কমিয়া যায়, কখন কখন তাঁহারা মনে করেন যে জোর করিয়া পূর্ব্বকার মত আহার করিতে পারিলে সেই রূপ পরিশ্রম করিতে পারিবেন, কিন্তু সেইটী ভুল। সেই জন্য বেশী আহার করিলেই অজীর্ণ রোগে কষ্ট পান, তন্নিবারণার্থ এবং দন্ত-শূলনীর যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিবার জন্য তাঁহাদের দাঁত গুলিন এক এক করিয়া তুলিয়া দেই। তাহাতে বন্ধুরা কখন কখন আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়েন, বলেন আমার সহিত সখ্য হওয়াতে তাঁহাদের কেবল লোকসান হইয়াছে, কিন্তু যদি বুঝিয়া দেখেন তাহা হইলে আমি তাঁহাদের উপকার ছাড়া কখন অপকার করি না। গ্রামের পঞ্চায়ৎ ও সালিসিতে তাঁহারা আমার বন্ধু বলিয়া কত সমাদর পান, তামাকু সাজা হইলে আগে তাঁহাদের হস্তে দেওয়া হয়, সমারোহ ভোজে নিকট্ট ভোক্তা যুবা থাকিলেও আমার খাতিরে আমার বন্ধুরা বড় রোহিত মৎসের মস্তক আস্বাদন করিতে

পান। যদি বলেন ছেলেরা তাঁহাদের দেখিলে হাসে কেন? বন্ধুরা আমার আদর ও খাতির করিতে জানেন না বলিয়াই হাসে।

আমার বন্ধুদিগকে কত সময় নির্জ্জনে বলি, আমার রাজা আসিবেন তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রস্তুত হও, তাঁহার সঙ্গে তাঁহার বাটীতে কি বেশে যাইবে তাহা ঠিক কর। এই সকল কথা বলিলে বন্ধুরা বিমর্ষ হয়েন, বলেন আমি এই সকল কাহার হাতে ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া যাইব, বড় ছেলেটীকে যে অনেক কষ্টে মানুষ করিয়াছি, তাহার যে রোজগারের টাকা খাইতে হইবে, ছোট ছেলেটী যে এখনও মানুষ হইতে বিলম্ব আছে, মেয়েটীর যে বিবাহ দিতে হইবে ইত্যাদি অনেক ওজর করেন। আমি বলি এখানে কি ছার জিনিস খাইতেছ আমার রাজার নিকট যাইলে কত ভাল ভাল জিনিস খাইতে পাইবে। যাঁহার সংসার তাঁহার উপর সমস্ত ভার দেও, এবং সেখানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হও। ইহাতেও বন্ধু বিরক্ত হন, সংসার যেন পূর্ব্বাপেক্ষা আরও কাঁদিতে ধরেন। তখন অগত্যা তাঁহার শরীরের বল একেবারে ঘুমাইয়া দেই, চক্ষের জ্যোতি প্রায় একেবারে নষ্ট করি, হাত, পা অবশ করিয়া একেবারে জড়পিণ্ডের ন্যায় অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলি। দেখি যদি তাহাতে সংসারের মায়া কমে এবং আমার রাজাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু কৈ কিছুই যে দেখি না! ঐ যে রাজা আসিতেছেন, কোথায় অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবেন, না ধর ধর করি

কাঁপিতেছেন এবং দর দর ধারে চক্ষুর জল মোচন করিতেছেন। কেন ভাই কাঁদিতেছ, কিসের দুঃখ? পুরাতন তৈজস বদলাইয়া নূতন তৈজস লইতে জান, আহ্লাদের সহিত পুরাতন বস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান কর। বন্ধুবর! আর বিলম্ব কি, এস, চল, রাজার সঙ্গে যাইবার সম্বল সঙ্গে লও, একবার দুই বাহু তুলে প্রাণ ভরিয়া বল "হরি হরি বোল, হরি হরি বোল।"

অস্ত্রের অপব্যবহার।

একদা কোন নূতন মালীকে একখানি অস্ত্র দিয়া বাগানের আগাছা কাটিতে বলা হইয়াছিল, সমস্ত দিনের পর তাহার কার্য্য পরিদর্শন করায় দেখা গেল, সে আগাছা কাটিতে গিয়া অনেকগুলি সুগাছা কাটিয়া ফেলিয়াছে এবং অনেকগুলি বড় আগাছা মোটেই কাটে নাই। জিজ্ঞাসায় সে বলিল, যে বিবেচনা না করিয়া সে তীক্ষ্ণ অস্ত্রদ্বারা তাড়াতাড়ি কাটিয়া ফেলিয়াছে। তাহার অস্ত্রের অপরাধ কি? তাহাকে যেমন চালাইবে, তেমনি কর্ম্ম হইবে। মালীটীর একটু দেখিয়া

বিবেচনা করিয়া গাছ কাটা উচিত ছিল, তাহাতেও ঠিক করিতে না পারিলে তাহার প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলে সদুত্তর পাইতে পারিত।

ঈশ্বর মনুষ্যদিগকে এক একটী রিপু দিয়াছেন, লোকে ইহাদের অপব্যবহার করিয়া ইহাদিগকে এবং ঈশ্বরকে পর্য্যন্ত দোষ দেয়।
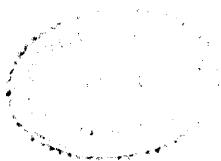
সাধু ও অগ্নি উপাসক।

একদা এক সাধুকে এক অগ্নি-উপাসক অগ্নির অনেক ক্ষমতা, নিমেষের মধ্যে অনেক দাহ করিতে পারে ইত্যাদি বুঝাইয়া দিয়া অগ্নিকে পূজা করিতে উপদেশ দিলেন। সাধু উত্তর করিলেন "যদি ক্ষমতা দেখিয়া পূজা করিতে হয়, তাহা হইলে অগ্নি অপেক্ষা জলের ক্ষমতা অধিক। কারণ, জল অগ্নিকে নির্ব্বাণ করে, সুতরাং জলকে পূজা কর না কেন? আবার মেঘ হইতে জল হয় তাহা হইলে তো মেঘকে পূজা করিতে

হয়, এবং সূর্য্যের উত্তাপ দ্বারা মেঘ হয় তবে সূর্য্যকে পূজা করা উচিত। কিন্তু যে মহাপুরুষ ঐ সূর্য্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহাকে কি পূজা করা সর্ব্বতোভাবে উচিত নহে ?"

সাধুর পতন।

এক নগর মধ্যে এক সাধু বাস করিতেন, তাঁহাকে ধার্ম্মিক বলিয়া সকলে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি করিত, সর্ব্বত্র তাঁহার সুখ্যাতি ছিল, এমন কি রাজ সমীপেও তিনি যাইতেন এবং রাজা তাঁহাকে সাধু বলিয়া বিশেষ সমাদর করিতেন। একদা প্রাতে ঐ সাধু প্রকৃতির শোভা সন্দর্শনার্থ বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিতে পাইলেন একটী সুন্দর উদ্যান মধ্যে কয়েকটী নিচু গাছ ফলে পূর্ণ এবং অধিকাংশ পক্ক হওয়াতে এক অনুপম শোভা ধারণ করিয়াছে, তিনি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মনোনিবেশ পূর্ব্বক গাছ কয়েকটী দেখিতে লাগিলেন পরে এক গোছা ফল ছিঁড়িয়া যেমন বস্ত্র মধ্যে রাখিবেন, তখন দেখিলেন বাগানরক্ষক এক ধারে দাঁড়িয়ে তাহা দেখিয়াছে। সে তাঁহাকে চমকিত দেখিয়া বলিল, "মহাশয় ভয় করিবেন না, আপনি নিচু চুরি করিয়াছেন আমি দেখিয়াছি বটে কিন্তু কাহাকেও বলিব না, কেবল

যদি আপনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে যখন আবশ্যক হইবে তখন আমি যেমন বলিব তেমনি আমার উপকার করিবেন।" সাধু অগত্যা স্বীকার করিলেন এবং কেহ জানিতে পারিল না বলিয়া মনকে অনেক সান্ত্বনা দিলেন। কিছু দিন পরে ঐ হাঁড়ি এক ধনবান ব্যক্তির নিকট তাহার টাকা গচ্ছিত আছে বলিয়া রাজদ্বারে মিথ্যা অভিযোগ করিল এবং তাহার প্রমাণ সাক্ষী স্বরূপ ঐ সাধুর নাম করিল। রাজা ও উক্ত ধনবান ব্যক্তি স্বীকার করিলেন, যে যদি উক্ত সাধু টাকা গচ্ছিত আছে এই কথা বলেন, তাহা হইলে ঐ টাকা অবশ্যই দেওয়া হইবে। হাঁড়ি সাধুর নিকট গেল এবং তাঁহার প্রতিজ্ঞা মত এই মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে বলিল। সাধু পাছে আপনার চৌর্য্যাপরাধের কথা গোপন না থাকে এই ভয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন, অগত্যা ধনীও হাঁড়িকে টাকা দিতে বাধ্য হইলেন। জুয়াচুরি করিয়া টাকা পাইয়া হাঁড়ি সে দিবস একটী শূকর মারিল এবং যথেষ্ট মদ আনিয়া পানাহারে প্রবৃত্ত হইল। সে আহ্লাদে উপকারক সাধুকে বিস্মৃত হয় নাই; সন্ধ্যার পর কৃতজ্ঞতা সহ এক গেলাস মদ ও এক পাত্র রাঁধা মাংস সাধুকে উপহার দিল, সাধু দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। হাঁড়ি উত্তর করিল, "মহাশয় চুরি করিলেন, রাজ দ্বারে অনায়াসে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন আর মদ ও শূকরের মাংস খাইতে কি হইল? আমি এ কথা কি কাহাকেও বলিয়া দিতেছি?" সাধু হতভম্ব হইয়া উহা ভোজন করিলেন। হায় হায় সাধো! এত দিন কঠিন ধর্ম্ম সাধন করিয়া তোমার শেষ দশায় এই হইল, একটী পাপের

কার্য্যকে আর একটী পাপ দিয়া না ঢাকিলে কখন তোমার এ দুর্দ্দশা হইত না।

ফণা তুলিও, দংশন করিয়া প্রাণে মারিও না।

এক রাস্তার ধারে একটী ভয়ানক সর্প বাস করিত, তাহার ভয়ে কেহ সে রাস্তা দিয়া গমনাগমন করিত না। একদা এক সাধু সেই রাস্তা দিয়া গমন করিবার সময় সর্প যেমন ফণা তুলিয়া দংশন করিবে, তৎক্ষণাৎ সাধু কৌশলক্রমে যষ্টি দ্বারা তাহার ফণা ধরিয়া ফেলিলেন এবং সর্পকে প্রস্তরে আছড়াইয়া মারিবার উদ্যোগ করিলেন। সর্প অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া প্রাণ ভিক্ষা চাহিল। সাধু বলিলেন, যদি তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে আর কাহাকেও দংশন করিবে না, তাহা হইলে আমি তোমার প্রাণ নাশ করিব না। সর্প অগত্যা স্বীকার করিল। ইহাতে সর্প বড় বিপদগ্রস্ত হইল, কেহই আর তাহাকে ভয় করে না; কেহ তাহার লেজ ধরিয়া টানে, কেহ প্রস্তর ছুঁড়িয়া মারে, সর্প প্রতিজ্ঞার অনুরোধে চুপ করিয়া সকল সহ্য করিতে লাগিল। এক দিন পূর্ব্বোক্ত সাধু সেই স্থান দিয়া গমন কালীন সর্প আপনার দুর্দ্দশা তাঁহাকে জ্ঞাপন করিয়া বলিল

"দেখুন লোকের অত্যাচারে আমার শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে, প্রতিজ্ঞার অনুরোধে চুপ করিয়া সকল সহ্য করিতেছি।" সাধু উত্তর করিলেন "তুমি দংশন করিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছ বটে, লোকে অত্যাচার করিতে আসিলে তাহাকে ফোঁস করিয়া দংশনের ভয় দেখাইতে তো বারণ নাই, ইহাতে সহজেই অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবে।" সর্প সেই অবধি সাধুর কথা মত আত্মরক্ষা করিতে লাগিল।

পাঠক বুঝিয়া থাকিবেন, ঐ সর্প আমাদের সকলেরই মধ্যে আছে। সাবধান! আত্মরক্ষার জন্য ফণা তুলিও কিন্তু দংশন করিয়া কাহাকেও প্রাণে মারিও না।
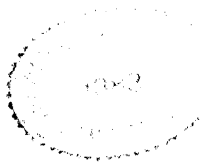
উচিত তিরস্কার।

একদা একটী পল্লীগ্রামবাসী কোন কার্য্য উপলক্ষে সহরে আসিবামাত্র জুয়াচোর কর্তৃক সর্ব্বস্বান্ত হইয়া বিশেষ বিপদগ্রস্ত হইল। বেলা অনেক হইয়াছে, ক্ষুধা ও তৃষ্ণার জ্বালায় কোথায় যাইবে ভাবিয়া ব্যাকুল হইল। শেষে সহরের এক জমীদারের নাম শুনিয়া তাঁহার বাড়ী অন্বেষণ করিয়া উপস্থিত হইল, কিন্তু বাটীর নিকটবর্ত্তী হইবা মাত্র কয়েকটী বিলাতি কুকুর তাহাকে তাড়া করিয়া আসিল, একে পেটের জ্বালায় অস্থির, তাহাতে কুকুরের ভয়ে ব্যাকুল হইল, উপরিস্থিত বারান্দায়

আরাম চৌকিতে শুইয়া বাবু আলবোলায় তামাকু টানিতেছিলেন দেখিয়া তাঁহার আশ্রয় ভিক্ষা করিল, বাবুর আশ্চর্য্য প্রকৃতির হৃদয়! কোথায় তাহাকে সাহায্য করিবেন, না শিশ দিয়া ইঙ্গিত করিবামাত্র কুকুরগুলি তাড়া করিয়া ঐ গরিবকে কামড়াইয়া দিল, সে কাঁদিতে লাগিল, ক্ষত স্থান দিয়া দড় দড় করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। জমীদার বাবুর ইহাতেও দয়ার উদয় হইল না; দ্বারবান দ্বারা ক্ষুধিত ব্যক্তিকে তাড়াইয়া দিলেন। কিছু দিন পরে জমীদার বাবু আপন মহালে যাইবার জন্য বজরা করিয়া যাত্রা করিলেন। বজরা খানি বেশ সজ্জিত, দেখিলেই ধনমদে পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। বাবু তাকিয়ায় ঠেশ দিয়া অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় আলবোলাতে তামাকু টানিতেছিলেন, আর মনে মনে হিসাব করিতেছিলেন, এ যাত্রায় মহলে সেলামি প্রভৃতিতে কত টাকা বাজে আদায় করিবেন, দুনা বাড়ীতে প্রজাদিগকে ধান দিয়াছিলেন তাহাতে সকল আদায় হয় নাই, আগামী বৎসর চতুর্গুণ আদায়ের বন্দোবস্ত করিবেন ইত্যাদি। এখন কি তাঁহার মনে দুঃখী অতিথিদিগের কথা উদয় হইতে পারে? বিশেষতঃ তাঁহার বাটী হইতে কত দুঃখী ক্ষুধার্ত্ত তৃষ্ণাতুর তাঁহার নিজের দ্বারবানের ও কুকুরের তাড়া খাইয়া চলিয়া গিয়া থাকে! কিন্তু ঈশ্বরের আশ্চর্য্য নিয়ম! বাবু এক দিনের রাস্তা পূরা না যাইতে যাইতে বাতাস জোরে বহিতে লাগিল, ক্রমে ঝড় খুব বাড়িল, নদী তরঙ্গমালায় ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল, এক একটী ঢেউ যেন মুখ ব্যাদান করিয়া নৌকাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। বজরা রক্ষা পাওয়া

কঠিন, মুসলমান মাজিরা আল্লার নাম ঘন ঘন লইতে লাগিল, কেহ কেহ নমাজ পড়িতে লাগিল। ভগবানকে ডাকিবার জন্য বাবুরও মনে ইচ্ছা হইল, কিন্তু কখন তাঁহাকে ডাকেন নাই, বিশ্বাস করেন নাই, আজ কি করিয়া ডাকেন? প্রাণ রক্ষার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইলেন, এমন সময় কয়েকটী প্রকাণ্ড ঢেউ আসিয়া বজরা খানিকে উল্টাইয়া ফেলিয়া দিল। মাজিরা কোন প্রকারে কষ্টে বিপর্য্যস্ত নৌকায় আশ্রয় গ্রহণ করিল, কেহ বা সাঁতরাইয়া তীরে উঠিল, কিন্তু বাবুর আর সন্ধান পাওয়া গেল না। স্রোতে মৃতপ্রায় হইয়া অনেক দূরে ভাসিয়া যাইতে লাগিলেন।

নিকটে নদীর তীরে কয়েক ঘর কৃষক ছিল তাহারা নৌকার ভগ্ন দ্রব্যাদি ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া, নৌকা জলমগ্ন হইয়াছে বুঝিতে পারিল। কিনারা হইতে কয়েক জন দেখিতে ছিল। এমন সময় একটী মৃতপ্রায় দেহ ভাসমান দেখিয়া তৎক্ষণাৎ দুই জন অসম সাহসিকতার সহিত জলে ঝম্প দিয়া সন্তরণ করিয়া দেহটীকে কিনারায় আনিল। বিশেষ রূপে পরীক্ষার দ্বারা তাহারা সকলে দেখিল, দেহটীর জীবনবায়ু শেষ হয় নাই; তখন সকলে মিলিয়া যত্ন পূর্ব্বক সেবা করিতে লাগিল। বলা বাহুল্য মৃতপ্রায় ব্যক্তি আমাদের পূর্ব্ব কথিত জমীদার। বাবুর ক্রমে ক্রমে চৈতন্য হইল। তিনি দেখিলেন একটী পরিষ্কার চালাঘরে এক খানি খাটিয়ার উপর তিনি শায়িত। কৃষক পরিবারেরা যত্নের সহিত তাঁহাকে অগ্নিতাপ দিতেছে, কৃষকপত্নী যত্নপূর্ব্বক গরম দুধ ঝিনুকে করিয়া একটু একটু

বাবুকে খাওয়াইয়া দিতেছে। বাবুর দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত উঠিবার ক্ষমতা নাই, কিন্তু তিনি এখন কোথায়, এখানে কি করিয়া আসিলেন ইত্যাদি জানিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্রতার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন। কৃষক উত্তর করিল "আপনি নিরাপদে আছেন, কথা কহিবেন না চুপ করিয়া থাকুন একটু আরোগ্য হইলে সবিশেষ জানিতে পারিবেন।" পর দিন বাবু আরো সবল হইলে সকল বৃত্তান্ত অবগত হইলেন, এবং সহরে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন, তাঁহার প্রাণদাতা কৃষক ইহা হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিল, বলিল ২।৪ দিন আরো এখানে থাকিয়া শরীর একটু সারুক পরে আমরা আমাদের গরুর গাড়ি করিয়া আপনাকে পৌঁছিয়া দিব। বাবুটী এই কয় দিন কৃষক-দিগের ঘর, দ্বার, আচার, ব্যবহার দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। ঘর কয়খানি সামান্য খড়ুয়া মাত্র, কিন্তু বেশ পরিষ্কার, তিনি যেখানিতে ছিলেন সেই খানি অপেক্ষাকৃত বড়, নিকটেই গোয়াল ঘর ও ঢেঁকিশালা, বাহিরে গোলাবাড়ী এবং বিচালির গাদা ও একখানি চালাঘর। গৃহস্থের নগদ টাকা, অলঙ্কার, বাসন ইত্যাদি কিছুই নাই বলিলেই হয়। কিন্তু ধান, চাউল, তরকারি, ঘরের দুধ ও পুকুরের মাছ ইহার কিছুরই অভাব নাই। গৃহস্থ সকলে অতিথি সেবায় বিশেষ তৎপর, নগদ তাহারা এক পয়সা কাহাকেও দেয় না বটে, কিন্তু অতিথি যত দিন ইচ্ছা সমান সমাদরে তাহাদের গৃহে থাকিতে পারে।

প্রতিবেশীরা সকলেই বড় ভাল, তাহারা সর্ব্বদাই বাবুর সংবাদ লইত এবং তাঁহার সঙ্গে সরল গল্প করিয়া তাঁহার

সময় ক্ষেপন করিত। বাবু এই সকল দেখিয়া সহরের উপর মনে ধিক্কার দিতেন। ক্রমে বাবু সম্পূর্ণ রূপে আরোগ্য লাভ করিয়া সহরে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। তাঁহার প্রাণদাতা কৃষকেরা তাঁহাকে পর দিবস প্রত্যূষে গাড়ি করিয়া সহরের দিকে লইয়া যাইতে লাগিল। সহর হইতে ৮ ক্রোশ দূরে এক স্থানে ঘোড়ার গাড়ির আড্ডা ছিল, কৃষকেরা যত্নপূর্ব্বক বাবুকে সেখানে আহার করাইল। বাবু সহরের গাড়ি দেখিয়া তাহাতে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহার প্রাণদাতা কৃষকদিগকে তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সরল কৃষকদিগকে কোন প্রকারে স্বীকার করাইতে পারিলেন না, অত্যন্ত জিদ করায় তাহারা শেষে তাঁহাকে সহরের জুয়াচুরি ও অনাতিথ্য ইত্যাদি তাহাদের পূর্ব্ব ঘটনা বলিল, বাবু তখন তাঁহার প্রাণদাতা কৃষককে যে তাঁহার দ্বার হইতে একবার কুকুর দ্বারা তাড়িত হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল, ইহা স্মরণ করিলেন, এবং তাহাদের সহৃদয় ব্যবহারে নিতান্ত লজ্জিত হইলেন ও আপনাকে এই বলিয়া ধিক্কার দিতে লাগিলেন, "পৃথিবী দ্বিভাগ হইয়া আমাকে লও, আমার নরকেও স্থান হইবে না আর ইহাদিগকে ছোটলোক বলিয়া ঘৃণা করিতাম, কিন্তু ইহাদের নিস্বার্থপরতা, দয়া প্রভৃতি যে গুণ আছে, আমাদের সহরের ভদ্র নামধারী লোকদিগের যে উহার এক কণামাত্রও নাই।" বাবুকে লজ্জিত দেখিয়া কৃষকেরা অভিবাদন পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। বাবু জলমগ্ন হইয়া মৃত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার বাটীর সকলে

জানিতেন. হঠাৎ বাটীতে আসিতে দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং বাবুও সেই ঘটনার স্মরণার্থ একটী অতিথিশালা স্থাপন করিলেন।

পর নিন্দা।

এক নিন্দুক অনুতপ্ত হইয়া ধর্ম্মযাজকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করায়, তিনি বলিলেন "আমি যেরূপ বলিব ঠিক সেই রূপ করিলে তোমার পাপ ক্ষমা হইবে।" নিন্দুক তাহাতে স্বীকৃত হওয়ায় তিনি বলিলেন "এই সমুদ্রতীরের রাস্তা দিয়া চলিয়া যাও, যাইবার সময় মধ্যে মধ্যে তোমার উত্তরীয় বস্ত্র হইতে একটু একটু সূতা রাস্তায় ফেলিয়া দিবে।" নিন্দুক এইরূপ করিয়া ধর্ম্মযাজকের নিকট ফিরিয়া আসিলে তিনি বলিলেন "পুনরায় ঐ রাস্তা দিয়া যাও এবং ঐ নিক্ষিপ্ত সূত্রগুলি সংগ্রহ করিয়া লইয়া আইস।" নিন্দুক শুনিবামাত্র বলিল, "শ্রদ্ধাস্পদ মহাশয়! ইহা অসম্ভব, কারণ সূতা ফেলিবামাত্র সমুদ্রের প্রবল বাতাসে উহা চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, উহা কিরূপে সংগ্রহ করিব?" ইহা শুনিয়া ধর্ম্মযাজক বলিলেন "পরনিন্দাও

এই রূপ জানিবে, ইহা মুখ হইতে নির্গত হইবা মাত্র চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, ইহা সংশোধন করা কঠিন ; এখন যাও বৎস, ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রার্থনা কর আর পরনিন্দা করিও না, তিনি তোমাকে ক্ষমা করিবেন।”

দৃষ্টান্তই শিক্ষার মূল।

বাবু রামহরি বন্দ্যোপাধ্যায় সহরের এক জন বিখ্যাত আসিষ্টাণ্ট সারজন, খুব পসার, রাত দিন অবসর নাই প্রায়ই রোগী দেখিতে বাহিরে যাইতে হয়। দিনে বেলা ৩টার পূর্ব্বে প্রায়ই আহার করিতে পান না, রাত্রিতেও ১২ টা হয়। তাঁহার কুসংস্কার কিছু মাত্র ছিল না, সুতরাং দিনে বাঙ্গালী ধরণের ভাত তরকারী ও রাত্রিতে সেখ কলিমুদ্দিন বাবুর্চ্চির হাতে রোষ্ট ইত্যাদি আহার করেন এবং তাহা সহজে পরিপাক করিবার জন্য একটু একটু মদও প্রত্যহ খাইতে হয়, কারণ তিনি বলেন, এত পরিশ্রমে মদ মাংস একটু না খাইলে তাঁহার শরীর বহিবে কেন? ভদ্র লোক তাহাতে ডাক্তার, এ কথা বলিলে সহজেই সকলকে বিশ্বাস করিতে হয়। সুরেশচন্দ্র তাঁহার একমাত্র পুত্র সুতরাং মা বাপের বড় আদরের, বাপ কখন কখন মদ খাইয়া আদর করিয়া সেই গেলাসে ২।১০ বিন্দু মদ দিয়া

জল মিসাইয়া ছেলেকে খাইতে দেন। সুরেশ একটু বড় হইলে তাহাকে কলিকাতার হিন্দু স্কুলে পড়িতে দেওয়া হইল। মদ খাইতে সুরেশের পিতা তাহার বাল্য কালেই হাতে খড়ি দিয়াছিলেন, স্কুলে গিয়া তাহা বাড়িতে লাগিল, বাটী হইতে স্কুলে যাইতেছি বলিয়া সুরেশ চলিয়া যায়। কিন্তু স্কুলে মালির ঘরে বা নিকটবর্ত্তী কোন দোকানে বসিয়া সুরেশ তামাক টানে না হয় মদ খায়। মাতার আদুরে ছেলে, সুতরাং ইহার জন্য খরচের পয়সার কখন অনটন হয় নাই। কোন কোন দিন সুরেশের বাটী আসিতে রাত হয়, তাহার মাতাকে বলে যে তাহার সমপাঠী এক জন ছাত্রের বাটী পাঠাভ্যাস করিতে-ছিল। এক দিন সুরেশ বাটী ফিরিল না, মাতা ব্যাকুলা হইয়া পথ পানে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু সুরেশ সে দিন আর বাটী ফিরিল না। এ দিকে সুরেশের পিতা ব্যস্ত হইয়া চারি-দিকে তাহার অন্বেষণ জন্য লোক পাঠাইলেন, সহর তোলপাড় হইতে লাগিল, অবশেষে সংবাদ পাওয়া গেল, মদ খাইয়া অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায় রাস্তায় পড়িয়া থাকার জন্য সুরেশ-চন্দ্র পুলিষ গারদে আবদ্ধ আছেন। সুরেশের পিতা সংবাদ পাইবামাত্র গাড়ি করিয়া গিয়া সাহেবদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অনেক ক্লেশে তাহার উদ্ধার করিতে সমর্থ হইলেন, তিনি চিকিৎসক, লোকে খুব খাতির করে, সেই জনা তিনি এই কার্য্যে সমর্থ হইলেন, নচেৎ তাঁহার পুত্রকে বিচারকের নিকট উপস্থিত হইতে হইত। গারদে গিয়া তিনি তাঁহার পুত্রের দুর্দ্দশা দেখিয়া যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইলেন। সুরেশের

পরিষ্কার বেশ ভূষা সকল কোথায় গিয়াছে, গায়ে কাদা মাখা, শবের ন্যায় নিজ পুত্রের দুর্দ্দশা দেখিলে কোন্ পিতার না চক্ষে জল আইসে? যাহা হউক তিনি একখানি পাল্কি করিয়া তাঁহার ধরাশায়ী পুত্রকে বাটী আনিলেন। পাল্কি বাটীতে প্রবেশ করিবার সময় সুরেশের মাতা মরা কান্না কাঁদিয়া উঠিলেন। সুরেশের পিতা ধরাধরি করিয়া পুত্রকে উপরের ঘরে লইয়া গেলেন এবং তাঁহার একমাত্র পুত্রের শুশ্রূষার জন্য নিজে নিযুক্ত রহিলেন। সমস্ত দিন পরে, সন্ধ্যায় সময় সুরেশের জ্ঞান হইল, তাঁহার পিতা বলিলেন "কেন বাবা সুরেশ, মদ খাইয়া এমন সোণার শরীর নষ্ট কর; দেখ তুমি এখন কেমন দুর্ব্বল হইয়াছ, তোমার কেমন চেহারা হইয়াছে, অতঃপর তোমার লোকালয়ে মুখ দেখান ভার হইবে, তুমি আজ হইতে প্রতিজ্ঞা কর যে আর মদ খাইবে না ও স্পর্শ করিবে না।" সুরেশ বলিল "যাহা মন্দ, তাহা সকলেরই পক্ষে মন্দ, মদ বাস্তবিক মনুষ্যকে পশু অপেক্ষা হীন করে, আসুন আজ আমরা পিতা পুত্রে প্রতিজ্ঞা করিয়া ইহা ছাড়িয়া দেই।" পিতা এই কথা শুনিবামাত্র চমকিয়া উঠিলেন এবং বুঝিলেন তাঁহার নিজের দোষেই পুত্র মাতাল হইয়াছে, সুতরাং পুত্রের কথায় স্বীকৃত হইলেন, তখন সেই নিস্তব্ধ সন্ধ্যাকালে ঈশ্বরকে ও চন্দ্র নক্ষত্রাদিকে সাক্ষী করিয়া পিতা পুত্রে একেবারে মদ ছাড়িতে প্রতিজ্ঞা করিলেন।

শৈশব।

আমার নাম শৈশব। আমার সুকোমল দেহ, প্রফুল্ল বদন দেখিলে পরম শত্রুও আমাকে স্নেহ না করিয়া থাকিতে পারিবে না। লোকে আমাকে চঞ্চল বলে, কিন্তু আমি যেমন সকল বিষয় নিরীক্ষণ করি এমন কেহই পারে না। আমাকে যাহা শেখাইবে তাহাই শিখিব, তোমরা একটী বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিতে চির জীবন অতিবাহিত কর, তথাপি সম্পূর্ণ রূপে শিখিতে পারিবে না, কিন্তু আমি কত অল্প সময়ে যে কোন ভাষা বল না কেন, শিক্ষা করিতে পারি। ব্রহ্মা পৃথিবী সৃজন করিয়া আমাকে জনসমাজে প্রেরণ করিয়াছেন, যেন সকলে আমার আদর্শে আপন আপন জীবন গঠন করিতে পারে। মিথ্যা, প্রতারণা, খলতা কপটতা প্রভৃতি যে সমস্ত দোষ মনুষ্যকে পশু অপেক্ষাও অধম করিয়া ফেলে তাহা আমাতে নাই। আমি সামান্য কষ্টও সহ্য করিতে পারি না বলিয়া সহজে কাঁদি বটে, কিন্তু সেই কষ্টের একটু মাত্রও লাঘব হইলে কি তাহাতে একটু মাত্র সহানুভূতি দেখাইলে আমি চক্ষের জল মুছিবার পূর্ব্বেই হাসিতে থাকি। জগতে এমন পদার্থ নাই, যাহাকে আমি ভাল না বাসি এবং যাহার সঙ্গে খেলা করিতে চাহি না। আমি কখন আকাশের চাঁদের সঙ্গে খেলা করি, অতি গম্ভীর প্রকৃতির লোক, যাহাকে সকলেই ভয় করে, আমি অনায়াসে তাহার সহিত ক্রীড়া করি এবং সহজেই তাহাকে হাসাইয়া থাকি। পথের পথিক যাহার বিদেশে আপনার বলিতে কেহই নাই সে অন্ততঃ একবার আমার প্রতি সস্নেহে

না চাহিয়া যাইবে না। লোকে বলে "জীবন উন্নত কর শত্রুকে মিত্রবৎ জ্ঞান কর, খলতা কপটতা পরিত্যাগ কর" এরূপ কত উপদেশ দেয়; আমি হাসিয়া বলি "এত উপদেশ কেন? যদি যথার্থ স্বর্গরাজ্যে যাইবে তবে আমার অনুকরণ কর, আমার ন্যায় সরল হও এবং শত্রুকে ক্ষমা করিয়া মিত্রবৎ ব্যবহার কর।"

বাতিঘর।

সমুদ্রপথে ভ্রমণ কালীন আমরা স্থানে স্থানে বাতিঘর দেখিতে পাই। অসীম জলরাশির মধ্যে উহা দেখিতে কাহার হৃদয় পুলকিত না হয়? উহা দেখিতে পাইবার পূর্ব্ব হইতে জাহাজের লোকেরা কত আশার সহিত উহার জন্য স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। ভয়সঙ্কুল জলপথে যেখানে জাহাজের গতায়াত বিপদ জনক, সেই সকল স্থানে সুসভ্য লোকেরা এই বাতিঘর প্রস্তুত করিয়া থাকে। দিবসে ৪।৫ ক্রোশ দূর হইতে উহার সৌম্য মূর্ত্তি দেখা যায়, রাত্রে উহার উপর আলোক প্রজ্বলিত করা হয়, এবং কোন রূপ হাওয়া কল (Air wheel).

দ্বারা ঐ বাতিকে কখন কখন আংশিক এবং কখন বা সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত করা হয়; এইরূপ করার অভিপ্রায়, দূর হইতে ঐ বাতিকে নাবিকদিগের নক্ষত্র ভ্রম হইবে না, এবং রাত্রে জাহাজ ঠিক কোন স্থানে আসিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিবে ও অল্প জল বা সমুদ্র গর্ভস্থিত শিলা হইতে জাহাজকে রক্ষা করিবে। বঙ্গ উপকূলের বাতিঘর সমূহ আমাদের কোন বন্ধু পরিদর্শন করিয়া থাকেন। তিনি বলেন যে বাতির একটু অনিয়ম বা দোষ হইলে তাঁহার নিকট চারিদিক হইতে অনুযোগ আইসে। কলিকাতা, মন্দ্রাজ, পূর্ব্ব উপকূল প্রভৃতি কোন বন্দরের জাহাজ অথবা ম্যারকিন, বিলাতি বা অপর কোন জাহাজ পত্র লিখিবে যে অমুক দিবসে অমুক স্থানের বাতি স্পষ্ট দেখা যায় নাই, বা উহাতে এই রূপ দোষ ছিল, সুতরাং পাছে বাতির কোন দোষ হয় এই জন্য তাঁহাকে সশঙ্কিত থাকিতে হয়। ঘোর অন্ধকার রাত্রে প্রবল বায়ু দ্বারা যখন সাগর বক্ষ ভীষণ তরঙ্গ দ্বারা উদ্বেলিত হয়, তখন তিনি নিশ্চয়ই জানেন যে অনেক অর্ণবপোত কেবলমাত্র তাঁহার বাতিঘরের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া রক্ষা পায়।

পাঠক! ভয়সঙ্কুল সংসারসমুদ্রে কবে তোমার জীবন ঐ বাতিঘরের ন্যায় সকলকে পথ দেখাইবে, কবে ঐ জীবনে একটু মাত্রও দোষ হইতে না হইতে চারিদিক হইতে লোকে অনুযোগ করিবে, সুতরাং তোমাকে সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিতে হইবে। এই রূপ জীবন কি তোমার প্রার্থনীয় নহে?

জীবনের সদ্ব্যবহার।

আমরা দেখিতেছি পৃথিবীতে কত লোক জন্ম গ্রহণ করিলেন, বড় হইলেন; আহার, বিহার, নিদ্রা প্রভৃতিতে জীবন কাটাইয়া শেষে রঙ্গালয়ের অভিনেতার মত অদৃশ্য হইলেন। তাঁহারা যাইবার সময় তাঁহাদের আত্মীয় বন্ধুরা একটু দুঃখ করিল বটে, কিন্তু স্বল্প সময়ে সকলেই তাঁহাকে ভুলিয়া গেল, তাঁহাকে লোকে স্মরণ করিবে কি জন্য? তিনি কখন নিজে বিপদ বা ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া অপরের জীবন রক্ষা করেন নাই, আপনি কষ্ট করিয়া পরের দুঃখ কখন লাঘব করেন নাই, লোককে সুপরামর্শ দিয়া দুই কথা কখন লিখেন বা বলেন নাই, কোন রূপ প্রকারে স্বার্থ ব্যতীত অপরের কোন কাজ করেন নাই এবং পরের দুঃখ দেখিয়া কখন তাঁহার প্রাণ কাঁদে নাই, তাহাই সামান্য জন্তুদিগের মত পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া নাচিয়া কুঁদিয়া হাসিয়া কাঁদিয়া শেষে অন্তর্ধান করিলেন।

বন্ধুগণ! যদি পৃথিবীতে অন্ততঃ কিছু দিনের জন্যও বিস্মৃত হইতে না চাও তবে পরের মঙ্গলার্থে আপনার জীবন সমর্পণ করিতে শিক্ষা কর।

ভাল ছবি তুলিবার উপায়।

এক ব্যক্তি ফটোগ্রাফে তাহার চেহারা তুলাইবার সময় দাঁত বাহির করিয়া হাসায় তাহার ছবি সেই রূপ উঠিল। ছবি দেখিবা মাত্র তাহা কদাকার দেখিয়া সে দুঃখিত হইল এবং ছবিওয়ালাকে তাহা ভাল করিয়া দিতে বলায়, সে তাহাতে অস্বীকার করিয়া বলিল "আপনার যেমন চেহারা ছিল ঠিক তেমনি উঠিয়াছে, আমি এখন কেমন করিয়া ছবি ভাল করি! যত গুলি চেহারা উঠিয়াছে সকল গুলিই একরূপ কদাকার উঠিয়াছে, তবে যদি আপনি আপনার ভাল চেহারা উঠাইতে চাহেন, সতর্ক হইয়া পুনরায় ভাল করিয়া বসুন, যেমন থাকিবেন সেই মত চেহারা তুলিতে প্রবৃত্ত হইতে পারি।" পাঠক! তোমাদিগের যেমন চরিত্র পৃথিবীর লোক সেইরূপ তাহার ছবি তুলিয়া লইয়াছে, উহাকে আর ভাল করা যায় না; উহার জন্য দুঃখিত হইবার যদি কিছু থাকে তবে ভাল হও, পৃথিবীর লোক আবার তোমাদিগের ভাল চরিত্রের ছবি তুলিয়া লইবে।

সৎসাহসের আবশ্যকতা।

ভোলানাথ বাবু সম্প্রতি কলেজ হইতে আউট হইয়া এই [illegible] ওকালতি করিতে আসিয়াছেন। তিনি অতি

নরীহ প্রকৃতির লোক, সম্মুখে একটী খুন হইয়া গেলেও টুঁ শব্দটী পর্য্যন্ত করেন না। নূতন বিদেশে আসিয়াছেন, পাঁচজন নূতন লোকের সহিত আলাপ হওয়াতে আহ্লাদিত। প্রথমে পরস্পর আসাযাওয়া পরে নিমন্ত্রণাদি চলিতে লাগিল। প্রতি শনিবারে পার্টি (চড়িভাতি) হয়, ভোলানাথ বাবু মদ খান না, প্রথম প্রথম সকলে তাঁহাকে লুকাইয়া মদ খাইত, পরে তাহারা সম্মুখে খাইতে লাগিল। বাবু মদে যোগ দেন না বটে, কিন্তু তাঁহার কুসংস্কার নাই, সুতরাং পার্টিতে থাকিতে বা চাট্ খাইতে আপত্তি করেন না। কিছু দিন পরে তিনি দেখিলেন, তাঁহার এক দিন সকলকে খাওয়ান উচিত হইয়াছে। কেবল পরের খাইয়া বেড়ান ভাল দেখায় না। এই কথা তাঁহার বন্ধুদিগের সকলকে জ্ঞাপন করিলে সকলে আহ্লাদ সহকারে শনিবার রাত্রিতে তাঁহার বাসাবাটীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিলে আহারাদির জন্য মাংস পোলাও কালিয়া প্রভৃতি প্রস্তুত হইল, কিন্তু উপস্থিতদিগের মধ্যে এক জন প্রস্তাব করিল, শনিবার রাত্রে নিরামিষ খাওয়া হজম হইবে না, মদ চাই; ক্রমে সকলে এক বাক্য হইয়া বলিল "মদ চাই"। ভোলানাথ বাবু কি করেন, দ্রব্যাদি সব প্রস্তুত, একটু মদের জন্য লোকে খাইবে না, সুতরাং অগত্যা নিকটস্থ সাহা কোম্পানির মদের দোকানে চিঠি দিয়া মদ আনাইয়া বন্ধুদিগকে পানাহারে প্রবৃত্ত করাইলেন। মদের দোকানের খাতায় এই প্রথম তাঁহার নাম উঠিল। বন্ধুদিগের মধ্যে এক জন ভোলানাথ বাবুর স্বাস্থ্য পানের প্রস্তাব করিলেন, সকলে তাহাতে এক

এক গেলাস মদ খাইল, পরে উপস্থিত এক জনের স্বাস্থ্য পানের প্রস্তাব হইল, সকলে গেলাস হাতে করিল, কিন্তু ভোলানাথ বাবু করিলেন না দেখিয়া এক জন বলিয়া উঠিল "ভোলানাথ বাবু ভদ্রতা রক্ষা কর, তোমার বাটীতে এরূপে লোকের অপমান করিও না," বাবু বিষম সমস্যায় পড়িলেন, মদ্যপান-নিবারণী-সভার খাতায় স্বাক্ষর করিয়াছেন মদ খাইতে পারেন না, কিন্তু না খাইলে তাঁহার নিজ বাটীতে নিমন্ত্রিত বন্ধুদিগের অপমান হয়, সাত পাঁচ ভাবিয়া অল্প মদ জল মিশাইয়া পান করিলেন। সকলে ব্রাভো (বাহবা) দিয়া মহা আহ্লাদ প্রকাশ করিল। ভোলানাথ বাবু কি কুক্ষণে আজ বন্ধুদিগের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তাঁহার সর্ব্বনাশের আরম্ভ হইল। ক্রমে ভোলানাথ বাবুর বাটীতে এবং বন্ধুদিগের বাটীতে একটু একটু করিয়া মদ চলিতে লাগিল এবং ভদ্রতা রক্ষার জন্য বন্ধুদিগের সম্ভাষণার্থ আপন বাটীতেও মদ মজুত রাখিতে হইল। অভ্যাসে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হয়। সুতরাং ভোলানাথ বাবু ক্রমে একটী পাকা মাতাল হইলেন, মদের দোকানে ও বাজারের দেনা দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল; কিন্তু মদ খাওয়া না কমিয়া দিন দিন বাড়িতে লাগিল এবং তাহার সহিত তাঁহার অপর দোষ সকলও জন্মিতে লাগিল। ক্রমে তাঁহার কাছারী যাওয়া অনিয়ম মত হওয়াতে মকোর্দ্দমা মামলা আর জুটিত না, সুতরাং অর্থের বিলক্ষণ অনটন হইতে লাগিল, শেষে যকৃতের পীড়ায় শয্যাগত হইয়া দেশে আসিলেন। বাল্যকালে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল, এখন অনেক গুলিন সন্তান সন্ততি হইয়াছে, কিন্তু নিঃসম্বলে

দেখে গেলেন। বৃদ্ধ জনক জননী অতি কষ্টে সংসার চালাইতেন, এখন যথা সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া তাঁহাদের একমাত্র সন্তানের চিকিৎসাদি করিতে লাগিলেন: কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, যকৃৎ পাকিয়াছে ডাক্তারেরা বলিল। এক দিবস প্রাতে ভোলানাথ বাবু বৃদ্ধ জনক জননী, অল্প বয়স্কা ভার্য্যা ও অনেকগুলিন অপোগণ্ড শিশু ও আত্মীয় বন্ধুবর্গকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। মৃত্যু শয্যায় ক্রন্দনের রোল তাঁহার কর্ণগোচর হইলে তাঁহার অশ্রুজল পড়িতে লাগিল, অতি কষ্টে গ—দ—গ—র—ল এই দুইটী কথা বলিলেন আর কথা কহিতে পারিলেন না। হায় হায়! ভোলানাথ বাবু, যদি সময়ে সৎসাহসের সহিত যে কার্য্য অন্যায় বলিয়া জান তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে তাহা হইলে তোমার সোণার সংসার আজ এমন করিয়া হাহাকার করিত না।

নিপুণ হইয়া কার্য্য করিবে।

এক চিত্রকর অনেক দিনের পর তাহার সমব্যবসা বন্ধুকে দেখিয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক কুশল জিজ্ঞাসা করত তাহার

ব্যবসায় কেমন চলিতেছে প্রশ্ন করিল; তাহাতে তাহার ব উত্তর করিল "বন্ধু! আমি অনেক দিন হইতে ছবি আঁকা কাজ ছাড়িয়া দিয়াছি, এখন চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেছি। চিত্রকর জিজ্ঞাসা করিল "নিজ ব্যবসায় ছাড়িলে কেন? বন্ধু উত্তর করিল "চিত্র করা অপেক্ষা চিকিৎসা ব্যবসায় সহজ দেখিতেছি. ছবিতে ভুল করিলে চিরদিনের জন্য থাকিয় যায়, তাহা দেখিয়া লোকে চিরকাল নিন্দা করে; কিন্তু চিকিৎ সায় দেখিতেছি ভুল করিলে লোকে শীঘ্রই তাহার কথ ভুলিয়া যায়, কারণ ভুল হইলে রোগীর মৃত্যু হয়, তখনই তাহাকে দাহ করা বা কবর দেওয়া হয়।" চিত্রকর জিজ্ঞাসা করিল তাহাতে তোমার মনে কষ্ট হয় কি না। বন্ধু উত্তর করিল "ভাই কষ্টের কথা আর কি বলিব শ্মশান বা গোর-স্থানের নাম করিলে আমার গা শিহরিয়া উঠে এবং উহার নিকটে যাইবা মাত্র ভয় হয়; আমার চিকিৎসার ভ্রম বশতঃ যাহারা মারা গিয়া এই সকল স্থানে আসিয়াছে তাহাদের কথা মনে হয় এবং পাছে তাহাদের মৃত আত্মা আসিয়া আমাকে প্রহার করে, আমি সেই জন্য কখন ঐ সকল স্থানের নিকট দিয়া যাই না।" ভাই সকল, চিকিৎসাই কর আর চিত্রই কর, পৃথিবীতে যে কোন কাজ কর না কেন, তাহা নিপুণ হইয়া ও অতি সবিবেচনার সহিত করিবে, কারণ তাহার ফল এক প্রকার অনন্ত। মনে করিলে একটী অন্যায় কাজ করিলে কেহ জানিল না, কিছু ক্ষতি নাই, কিন্তু তাহা নহে; তোমার আত্মা কলুষিত হইয়া আরও মন্দ অবস্থা প্রাপ্ত হইল আরও মন্দজন

তোমার অনুকরণ করিতে শিখিল এবং ক্রমশঃ তাহা হইতে আরও কত লোক শিখিয়া তাহার কুফল প্রচার করিতে লাগিল।

বিশ্বাসঘাতক বন্ধু।

এক অন্ধ ভিক্ষুক অতি কষ্টে এক শত টাকা সংগ্রহ করিয়া একটী নিভৃত স্থানে লুকাইয়া রাখিবার সময় তাহার একটীমাত্র বন্ধুকে বলে। পর দিন অন্ধ হাত বুলাইয়া বুঝিতে পারিল টাকা সেখানে নাই; তখন সে দুঃখিত হইল এবং জানিল যে তাহার বন্ধু ভিন্ন আর কেহ সে স্থান জানে না, সুতরাং সেই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। তখন অন্ধ একটী উপায় স্থির করিয়া বন্ধুর নিকট গিয়া বলিল, "প্রিয় বন্ধু! তোমার কাছে আমার কিছুই গোপন নাই, আমি আর এক স্থানে ১০০৲ টাকা পাইয়াছি, ইহা আমি সেই একশত টাকার সঙ্গে রাখিব।" প্রবঞ্চক বন্ধু একেবারে ২ শত টাকা পাইবার লোভে সেই এক শত টাকাও যথাস্থানে রাখিয়া আসিল। অন্ধ সেই এক শত টাকা পর দিন উঠাইয়া লইয়া বন্ধুকে বলিল "এই টাকাতে কোন

বিশ্বাসঘাতকের হাতের গন্ধ পাইতেছি আর ওখানে টাব রাখিব না।

অন্যায় লজ্জা।

কোন দুই বন্ধু বিদেশে ভ্রমণ কালীন রাত্রে আশ্রয় জন্য ব্যাকুল হইয়া নিকটস্থ গ্রামে কোন ভদ্র লোকের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। গৃহস্থ অতিথিদ্বয়কে যথেষ্ট সমাদরে আহ্বান করিলেন এবং তাঁহাদের আহারাদির জন্য বিশেষ যত্ন করিলেন, কিন্তু তাঁহারা লজ্জায় "এইমাত্র আহার করিয়া আসিয়াছি" মিথ্যা বলিয়া আহার করিতে অস্বীকার করিলেন, অগত্যা গৃহস্থ আহারাদি করিয়া শয়ন করিলেন। কতক্ষণ পরে অতিথিদ্বয়ের জঠরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হওয়াতে উভয়ে চুপে চুপে পরামর্শ করিতে লাগিলেন, অবশেষে ক্ষুধায় অস্থির হওয়াতে গৃহস্থের ঘর অনু-সন্ধানে দেখিলেন একটী হাঁড়িতে চাউল আছে, তাহাই প্রত্যেকে কাপড়ে করিয়া কিছু লইয়া গৃহস্থের বাটীর বাহিরে কিছু দূরে একটী পুষ্করিণীর ধারে বসিয়া খাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহারা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন যে, গৃহস্থ তাঁহাদের

পশ্চাতে দণ্ডায়মান আছেন। তাঁহারা লজ্জায় মুখ তুলিতে পারিলেন না, কারণ প্রথম মিথ্যা কথা,—আহার না করিয়া আহার করিয়াছি বলা; দ্বিতীয় চাউল চুরি করিয়া খাওয়া! গৃহস্থ বুঝিতে পারিয়া যত্ন সহকারে তাঁহাদিগকে বলিলেন "আসুন, এখনই ভাল ভাত রন্ধন করিয়া দিতেছি।" অতিথি-দ্বয় নম্রতার সহিত বলিলেন "আর কেন মহাশয়! রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইয়াছে, আমরাও আধ আধ সের কাঁচা চাউল খাইয়া ফেলিয়াছি, আর আবশ্যক নাই।" বলা বাহুল্য পর দিবস প্রত্যূষে গৃহস্থ অতিথিদ্বয়কে আহারাদি না করাইয়া যাইতে দিলেন না। আশা করি পাঠকদিগের মধ্যে এরূপ অন্যায় লজ্জা কেহ কখন করিবেন না॥

বিবাদের অনর্থকতা।

(ভাব উদ্ধৃত)

এক কৃষকের মৃত্যুর পর তাহার দুই পুত্র তাহার সম্পত্তি সমভাগ করিয়া লয়, কিন্তু একটী মাত্র গাভী থাকায় তাহা কে লইবে বলিয়া মহা বিবাদ হয়। বড় ভাই বলেন তিনি জ্যেষ্ঠ বলিয়া উহা তাঁহারই প্রাপ্য, ছোট আবার কনিষ্ঠ বলিয়া উহা তাহারই প্রাপ্য বলে, এই রূপে বিবাদ হয়। শেষে তাহারা গ্রামের

...ন বুদ্ধিমান ব্যক্তির নিকট যাইলে তিনি বলিলেন, "জোর যার, ই তার" এই কথা শুনিয়া কৃষক-পুত্রদ্বয় এক জন গাভীর শৃঙ্গ ধরিয়া আর এক জন পুচ্ছ ধরিয়া টানিতে লাগিল, দুই জনের টানে গাভী একই স্থানে রহিল, ইত্যবসরে মধ্যস্থ ভাঁড় লইয়া দুগ্ধ দোহন করিতে লাগিল। নির্ব্বোধ কৃষক-পুত্রদ্বয় প্রত্যহ প্রাতে এইরূপ করিয়া গাভী টানাটানি করিয়া আপনাদের বল পরীক্ষা করে, গ্রামস্থ সকলে তামাসা দেখিতে আসে এবং শঠ মধ্যস্থ এই প্রকারে দুগ্ধ দোহন করিয়া লয়। লেখক বলেন "ওহে নির্ব্বোধ কৃষক-পুত্রদ্বয়, ভাইয়ে ভাইয়ে কলহ করিয়া কেন আপনাদের শক্তি বৃথা নষ্ট কর ও পাঁচ জনকে হাসাও এবং প্রবঞ্চককে দুগ্ধ দেও, দুই ভাইয়ে মিলে মিশে দুধ খাও, তাহাতে যদি রাজি না হও বিবাদ করিয়া পরকে দুগ্ধ না খাওয়াইয়া মহত্তের ন্যায় উহা আপনার ভাইকে দান কর। তুমি জ্যেষ্ঠ বলিয়া যদি উহা লইতে চাও, তবে জ্যেষ্ঠের ন্যায় কনিষ্ঠের সমাদর কর, আর যদি কনিষ্ঠ বলিয়া তুমি লইতে চাও তবে আগে জ্যেষ্ঠকে সম্মাননা কর।

সাধারণের কার্য্যে কাহারও তাচ্ছল্য করা উচিত নহে।

একদা এক রাজা সকল গোয়ালাকে ডাকিয়া বলিলেন যে "দেখ এই [illegible] অনেকগুলিন অনাথ বালক বালিকা আছে

তাহাদের জন্য আমি নিজ বাটীতে একটী দুধের টব প্রস্তুত করিয়া রাখিব, তোমরা প্রত্যেকে কেবল একপোয়া মাত্র খাঁটী দুধ প্রত্যহ ইহাতে দিবে। গোয়ালারা প্রত্যহ দুধ দিতে স্বীকৃত হইল বটে কিন্তু এতদূর দুধ লইয়া আসার ওজর করাতে রাজা নলের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন, গোয়ালারা আপন আপন গৃহ হইতে ঢালিয়া দিলে দুধ রাজবাটীর টবে আসিয়া পৌঁছিবে। প্রত্যেক গোয়ালা আপন আপন মনে ঠিক করিল যে রাজাকে তো সকলে খাঁটী দুধ দিবে, সে যদি এক পোয়া খাঁটি দুধ না দিয়া খাঁটী একপোয়া জল দেয়, তাহা হইলে খাঁটী দুধের সঙ্গে মিশিয়া যাইবে কেহই টের পাইবে না। সকলেই এইরূপ মনে করায় খাঁটী দুধের পরিবর্ত্তে খাঁটী জল দ্বারা টব পূর্ণ হইতে দেখিয়া রাজা সকলকে ডাকাইয়া সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ কোন দেশহিতকর কার্য্যে সকলে সাহায্য করিতেছে আমি না করিলে কোন ক্ষতি নাই এরূপ কখন মনে করিও না বরং ভাবিবে যে তোমার মত আর আর সকলে ব্যবহার করিলে সে কাজ কি রূপে সম্পন্ন হইবে, নচেৎ আপনার সামান্য দুধ পোয়াটী বাঁচাইতে গেলে এইরূপ দুধের টবের পরিবর্ত্তে জলের টব হইবে।"

আশ্চর্য্য ভ্রাতৃভাব।

এক জনেরা দুই ভাইয়ে বড় প্রণয় ছিল। তাঁহারা উভয়ে বিদেশে বিষয়কর্ম্ম করিতেন, দেশের বাটীতে তাঁহাদের পরিবারাদি একত্রে থাকিতেন। প্রথমত উভয়েরই স্ত্রী পরস্পর পরস্পরকে আপনার সহোদরা ভগিনীর ন্যায় ভালবাসিতেন, কিন্তু কালের বিচিত্র গতি, যেমন এক রাজ্যে দুই জন রাজা থাকা অসম্ভব, তেমনি এক গৃহে দুই জন স্ত্রীলোক পরমাত্মীয়া হইলেও থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল। দুই জনের মধ্যে প্রথমে সামান্য মনোমালিন্য হইতে আরম্ভ হইয়া শেষে বিলক্ষণ কলহ চলিতে লাগিল। পূর্ব্বে একত্রে আহারাদি হইত, প্রথমে দুধ জলখাবার পৃথক হইয়া পরে সকলই পৃথক হইল। রান্নাঘরের দুই দিকে দুই জনে রন্ধনাদি করেন, এক ঘরে থাকিয়াও পরস্পরে কথাবার্ত্তা বড় হয় না, যাহা হয় তাহা উভয়ের মধ্যে কেবল কলহের সময়; তাহাতে আবার উগ্রমূর্ত্তি ধরিলে কেহ কাহারো কথা শুনিতে পান না, কেবল আপনাপনি বকিতে থাকেন। কর্ত্তারা বিদেশে পরিবারদিগের নিকট হইতে নানা প্রকার গ্লানিপূর্ণ পত্র পাইতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে দুই ভাইয়ে পৃথক হওয়া দূরে থাকুক বরং যাহাতে সকল বিবাদ নিষ্পত্তি হয় তাহার চেষ্টায় রহিলেন। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে লিখিলেন "দেখ আমাদের স্ত্রীদিগের মধ্যে পরস্পর কোন রক্তের টান নাই সুতরাং তাহাদের মধ্যে বিরোধ হওয়ার বিচিত্র কি? কিন্তু, আমরা এক পিতা মাতার সন্তান, উভয়েরই ধমনীতে একই রক্ত প্রবাহিত হইতেছে; এক গৃহে, এক অন্নে, এক

স্নেহে, একত্রে প্রতিপালিত হইয়াছি, আমরা কোন্ প্রাণে পরস্পরে বিরোধ করিব? আমাদের প্রাণ থাকিতে কলহ বিচ্ছেদ হইতে দিব না।" কনিষ্ঠ সকল বুঝিলেন এবং সকল কথার পোষকতা করিলেন। অবশেষে পূজার সময় বাটীতে গিয়া উভয়ে সকল সুবন্দোবস্ত করিবেন আপনাপন পরিবার দিগকে লিখিলেন। পূজার ছুটী হইল, কর্ত্তারা উভয়ে একই দিনে বাটী পৌঁছিলেন, কিন্তু কেহই আর বাটীর মধ্যে যাইলেন না, উভয়ে সাদর আলিঙ্গন ও কথাবার্ত্তায় সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। অনেক দিনের পর তাঁহারা বাটী আসিয়াছেন, সুতরাং ছেলেরা সকলে দৌড়িয়া আসিল এবং কেহ তাঁহাদের কাছ ছাড়া হইল না। এ দিকে গৃহিণীদ্বয় স্নানাহারের বেলা হইয়াছে বলিয়া কর্ত্তাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু বহির্বাটীতে স্নানাহারের বন্দোবস্ত হইয়াছে, সুতরাং কেহই আর বাটীর ভিতর যাইলেন না। দুই ভাইয়ে ছেলেদের লইয়া একত্রে আহারাদি করিতে লাগিলেন। কনিষ্ঠ বলিলেন, "যাহাদের রক্তের টান আছে তাহারা কখনই আমাদের ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে না, দেখুন সকল ছেলেরা আসিয়াছে, কেবল মাত্র বউয়েরা অপ্রণয় করিতেছে।" গৃহিণীরা পূর্ব্ব হইতেই কোঁদল পাকাইবেন স্থির করিয়াছিলেন, এখনো ভাবিতেছেন কর্ত্তারা সন্ধ্যার পর বাটীর ভিতর আসিলে ভাল করিয়া পৃথক হইবেন, কিন্তু তাহা হইল না, সে রাত্রে কর্ত্তারা বাটীর ভিতর আসিলেন না ছেলেদের লইয়া বহির্ব্বাটীতে রহিলেন ইহাতে দুই গৃহিণীই চটিয়া গেলেন। পরদিন পুনরায়

ভাবিয়া পাঠাইলেন তাহাতে উত্তর পাইয়া একেবারে বাক্শূন্য হইলেন। কর্ত্তারা বলিয়া পাঠাইয়াছেন, তাঁহারা দুই ভাইয়ে একত্র থাকিবেন, এক সঙ্গে আহারাদি করিবেন, গৃহিণীরা একত্রে তাঁহাদের সঙ্গে থাকিতে পারেন ভালই, নচেৎ তাঁহারা আলাহিদা হাঁড়ি কাড়িয়া বাটীতে সচ্ছন্দে থাকুন। ২।৩ দিবস এই রূপেই গেল, পরে যখন গৃহিণীরা দেখিলেন তাঁহারা জয়িনী হইলেন না, তখন অগত্যা দুই জনে একত্রে পরামর্শ করিয়া কর্ত্তাদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং সেই দিন অবধি আর কখন প্রণাস্তেও কলহ করিতেন না।

রতন ও চরণ।

(জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা)

কোন পল্লীগ্রামের বিদ্যালয়ে রতন ও চরণ নামে দুইটী সমপাঠী বন্ধু ছিল। তাহারা দুই জনেই বেশ বুদ্ধিমান, কিন্তু রতনের খুব অধ্যবসায় ছিল। বিদ্যালয়ে যে পাঠ হইত রতন বাটীতে আসিয়াই পুনরায় তাহা আবৃত্তি না করিয়া কোন কর্ম্মই করিত না; চরণ যে পড়া শেষ হইয়া গিয়াছে

তাহা আর পড়িতে ভালবাসিত না, তাহাকে চাষিত চর্ব্বণ বলিয়া ঘৃণা করিত; নূতন পাঠ নিতান্ত দায়ে পড়িয়া যাহা কিছু পড়িত কিন্তু তাহা ভাল করিয়া কণ্ঠস্থ করিত না। এ দিকে রতন যাহা পড়িত তাহা এত মনোযোগ পূর্ব্বক অভ্যাস করিত যে, সে তাহা কখন ভুলিত না। চরণ রতনকে খেলা করিবার জন্য ডাকিলেও রতন পাঠ সমাপ্ত না করিয়া কখন আসিত না, সেই জন্য সে রতনকে পুস্তকের কীট বলিয়া বিদ্রূপ করিত।

ক্রমে দুই বন্ধু একত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পরীক্ষায় উপস্থিত হইল, তাহাতে রতন পরীক্ষার অতি উচ্চস্থান অধিকার করিল এবং প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি পাইল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে চরণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিল না। রতন বৃত্তি লইয়া কলিকাতায় পড়িবার জন্য যাত্রা করিল এবং চরণ সেই অবধি পাঠ শেষ করিয়া সংসারের কার্য্যে মনোযোগ দিল। এই স্থান হইতে দুই বন্ধুর জীবনের গতি বিভিন্ন দিকে বহিতে লাগিল।

রতন ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকগুলি পরীক্ষায় খুব সুখ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বিলাত যাত্রা করিল। সেখানে বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া নানা প্রকার কল কারখানার কর্ম্ম শিখিল। শেষে বিলাত হইতে মারকিন দেশে গিয়া অনেক প্রকার কলের কর্ম্ম শিক্ষা করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিল।

রতনের অবস্থা এখন ফিরিয়া গিয়াছে, এখন তাহাকে নাম ধরিয়া আর কেহ ডাকিতে সাহসী হয় না। নানা প্রকারে

নূতন আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কল নির্ম্মাণকারী বলিয়া দেশে বিদেশে তাহার সুখ্যাতি প্রচার হইয়াছে। কলিকাতার নিকটেই একটী উৎকৃষ্ট চারিতালা বাটী নিজের পছন্দমত করিয়া সপরিবারে সেখানে সচ্ছন্দে বাস করিতেছে। দাস দাসী গাড়ি ঘোড়া কিছুরই অভাব নাই। আমাদের চরণ এ দিকে যেমন তেমনই আছে বরং তাহার পিতার কাল হওয়াতে সংসারের গুরুভারে কাতর হইয়া পড়িয়াছে।

একদা চরণ কলিকাতায় আসিয়াছিল, সেই উপলক্ষে কালীঘাটে যাইবে। কোমরে চাদর বাঁধা, ছেঁড়া চটী পায়, তাহার জন্য হাঁটু অবধি ধূলায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এমন সঙ্গতি নাই যে ট্রাম গাড়িতে পয়সা ব্যয় করিয়া যায়। যাদু-ঘরের সম্মুখে যাইবার সময় দেখিল, একখানি সুন্দর জুড়ি গাড়ি বেগে আসিতে আসিতে হঠাৎ তাহার সম্মুখে থামিল এবং তাহার উপর হইতে একটী সুন্দর পরিচ্ছদধারী যুবা তাহাকে নাম ধরিয়া ডাকিল। চরণের মনে ভয় হইল, কিন্তু ভদ্রলোকটী বলিল "কি হে চরণ! চিনিতে পার না?" তখন চরণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দেখিল তাহার পূর্ব্ব বন্ধু রতন। তখন "আপনি" বলিয়া কথা কহিবে, এমন সময় রতন বলিল "কিহে তুমি আমাকে "আপনি" বলিও না, এস এই গাড়িতে উঠিয়া আমার বাটী আইস, অনেক কালের পর দেখা, অনেক কথা আছে।" চরণ আপনার কদর্য্য পরিচ্ছদ এবং অবস্থা আর রতনের ঐশ্বর্য্যের বিপরীত দেখিয়া যাইতে কোন প্রকারে স্বীকার করিল না। শেষে রতন বিস্তর জেদ করিয়া তাহাকে

আপনার বাটীতে এক দিন আসিতে নিমন্ত্রণ করিল, এবং যে দিন আসিবে পূর্ব্বে ডাকে চিঠি লিখিলেই রেল ষ্টেশন হইতে সঙ্গে আনিবে বলিল। চরণ তাহার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করাতে রতন বলিল "তুমি আমার নাম ও কলিকাতা এই ঠিকানা দিলেই আমি পাইব।" কোন রকমে চরণ এ যাত্রা মুক্তি পাইল বটে, কিন্তু রতনের বাটীতে আসিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতে হইল। পরে চলিয়া যাইবার সময় মনে মনে ভাবিতে লাগিল "ঐ বা কে, আর আমিই বা কে? দুই জনে ত সমপাঠী ছিলাম, একটু বেশী করিয়া পড়িত বলিয়া উহাকে পুস্তকের কীট বলিয়া বিদ্রূপ করিতাম, এখন দেখিতেছি ঐ মানুষ আর আমিই কীটানুকীট। আমাকে কেহই চিনে না, আমি উদরান্নের জন্য লালায়িত, কিন্তু উহার নাম বলিলে এত বড় কলিকাতা সহরে অনায়াসে পত্র পাইবে, আর দেখিতেছি তো রাজার হালে আছে, আমি পেট ভরিয়া খাইতে পাই না বলিয়া যেন শরীর বৃদ্ধাবস্থার দিকে অগ্রসর হইতেছে আর উহাকেত বেশ বলবান কর্ম্মঠ যুবা বলিয়া দেখিতেছি, যাহা হউক এক দিন উহার বাটী যাইয়া দেখিয়া আসিব।"

কিছু দিন পরে চরণ রতনকে এক পত্র লিখিয়া কলিকাতায় আসিল, রেল ষ্টেশন হইতে নামিবার পূর্ব্বেই রতনকে সেখানে উপস্থিত দেখিল। রতন কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া মহা সমাদরে তাহাকে আপন গাড়িতে উঠাইয়া লইল। এবারে চরণের পরিচ্ছদ পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু ভাল ছিল, পায়ে চটি জুতা ছিল বটে কিন্তু ছেঁড়া ছিল না, গায়ে একটী পিরাণ ছিল এবং

ধুতি চাদর সামান্য মত হইলেও পরিষ্কার ছিল। ক্রমে গাড়ি দ্রুত বেগে রতনের বাটীর সম্মুখে আসিবামাত্র চরণ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল যে এক জোড়া প্রকাণ্ড ফটকের একটী দ্বার আপনি খুলিয়া গেল, এবং গাড়িখানি তাহা পার হইবা মাত্র আপনি ফটক বন্ধ হইল। চরণ অবাক হইয়া চাহিয়া রহিয়াছে, তখন রতন বলিল, "ইহা তো কিছুই আশ্চর্য্য নহে, দেখলে না গাড়িখানি ফটকের সম্মুখে আসিবা মাত্র উহার ভারে নিম্নস্থ কল কম্পান্বিত হওয়ায় ফটকটী খুলিয়া গেল, আবার ফটক পার হইবা মাত্র এই ভারের লাঘব হয়, সুতরাং ফটকের যে স্প্রীং আছে তাহা দ্বারা উহা পুনরায় বন্ধ করিল। এরূপ কল করাতে আমার দ্বারে দ্বারবান রাখিতে হয় নাই। বাটীর ভিতর হইতে আসিবার সময় ফটকের অপরটী দিয়া আসিতে হয়, কারণ উহার কল ঠিক ইহার বিপরীত ভাবে আছে অর্থাৎ ভিতর হইতে আসিবার সময় ঐ ফটকটী খুলিয়া যায় এবং বাহিরে আসিলে বন্ধ হয়।" ফটক পার হইয়া চারিদিকে মনোহর পুষ্পের কেয়ারি, কাষ্ঠাসন প্রভৃতি দেখিয়া চরণ বিস্মিত হইল, পরে প্রকাণ্ড থামওয়ালা সুন্দর বাটীর সম্মুখে গাড়ি আসিয়া থামিল। চরণ দেখিল সেখানে চাকরেরা অপেক্ষা করিতেছে। এবং জিজ্ঞাসায় জানিল যে ফটকটী খুলিয়া যাইবার সময় উহাতে বৈদ্যুতিক তার সংলগ্ন থাকায় চাকরদিগের ঘরের একটী ঘণ্টা বাজে তাহা শুনিয়া উহারা অপেক্ষা করিতেছে।

বাটীতে প্রবেশ করিবামাত্র চরণ বারাণ্ডায় একটী উচ্চ

লৌহ-থাম দেখিল তাহাতে একটী গোলাকার কাষ্ঠাসন মাত্র সংলগ্ন আছে; রতন চরণকে লইয়া সেখানে বসিবা মাত্র ঐ কাষ্ঠাসন উপরে উঠিতে লাগিল এবং চতুর্থ তলের বারাণ্ডার ঠিক সম্মুখে গিয়া থামিল। রতন তাহাকে হাত ধরিয়া আনিল বটে, কিন্তু সে হতভম্বের মত চাহিয়া রহিল, তখন রতন বুঝাইয়া দিল যে সামান্য একটু জলের জোরে (Hydrolic power) এ কার্য্য সমাধা হয়। ইহাতে সিঁড়ি প্রস্তুতের ব্যয় এবং উহাতে উঠার পরিশ্রম বাঁচিয়া যায়। যে তলায় যাইতে ইচ্ছা হয় সেই মত কল চালাইয়া দিতে হয়, কাষ্ঠাসন ঠিক সেই তলের বারাণ্ডার ঠিক সম্মুখে গিয়া আটকাইয়া যাইবে। উপরন্তু এই কৌশল করায় চোরেরা সহজে বাটীতে উঠিতে পারে না। রতনের মাতা বিবিধ প্রকারে খাদ্য দ্রব্যাদি উভয়ের জলযোগের জন্য দিলেন, গ্রামের অনেক কথা চরণকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। খাইবার ঘরের উপরে পাখা কলে আপনি দুলিতেছে, একটী আলমারির মধ্য হইতে মনোহর শব্দ হইতেছে। চরণ খাইবে কি, চারিদিকে মনোহর নানা প্রকার নূতন নূতন দ্রব্যাদি দেখিয়া বাড়ীটীকে ইন্দ্র-ভুবন বিবেচনা করিতে লাগিল এবং আপনি জাগ্রত বা স্বপ্নাবস্থায় তাহা ঠিক করিয়া বুঝিতে পারিল না। খাইবার জন্য নানা প্রকার ফল মূল ছিল তাহা সকলই রতনের বাগান হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, বাগানে যথেষ্ট গুড় প্রস্তুত হয় তাহা হইতে চিনি প্রস্তুত করা হয়, এবং গোয়ালা হইতে অধিক পরিমাণে দুগ্ধ আইসে তাহা হইতে ঘৃত, মাখন ও [illegible] মিষ্টান্ন প্রস্তুত হয়।

জলযোগান্তে রতন চরণকে সকল ঘরগুলি দেখাইল। সকল তলের বারাণ্ডায় এক একটী ফোয়ারা আছে, রতন বুঝাইয়া দিল, ইহাতে কোন বিশেষ বুদ্ধি খরচ হয় নাই। কলের জল সর্ব্বোচ্চ তলায় যায়, ঐ জল নল দ্বারা চতুর্থ তলের ফোয়ারার মুখে আইসে, জল এত খাড়াই আছে বলিয়া জোরে জল নির্গত হইয়া পরে ফোয়ারার পাত্রে একত্রিত হয়, চতুর্থ তলের ঐ জল আবার নল দ্বারা আসিয়া তৃতীয় তলের ফোয়ারায় কার্য্য করে, এইরূপ সকল তলের ফোয়ারাগুলিন এক জলে চলিতে পারে। যে কোন ফোয়ারা ইচ্ছা করিলেই খোলা বা বন্ধ করা যায়। সর্ব্ব উপর তলায় পাকশালা আছে, সেখানে লোহার উনানের চতুপার্শ্বে জল আছে, চুলার অগ্নির তাপে ঐ জল গরম হয়; সুতরাং সেই জন্য আর কোন ব্যয় হয় না। ঐ গরম জল নল দ্বারা নিচে যায়; সকল তলের স্নানা-গারের সঙ্গে নলের যোগ আছে, সুতরাং সকল স্নানাগারে ইচ্ছামত গরম জল সহজে পাওয়া যাইতে পারে। নিকটে ঠাণ্ডা জলের নল আছে এবং উভয় নলের মুখের কাছে তাপমান যন্ত্র সংলগ্ন আছে, সুতরাং স্নান করিবার সময় ইচ্ছামত পরি-মান অনুযায়ী গরম ও ঠাণ্ডা জল মিশ্রিত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। জল-ধারার বেগে এক স্থানে একখানি চাকা ঘুরিতেছে এবং তাহার সংস্রবে কোথাও ময়দা ভাঙ্গা, কোথাও চাউল ঝাড়া ইত্যাদি নানা কর্ম্ম হইতেছে। চরণ কোন্‌টী দেখিবে এবং বুঝিবে, কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় রতনের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে লাগিল এবং মনে মনে রতনকে প্রশংসা ও আপনাকে

বাল্যকালের পাঠের অমনোযোগ বশতঃ ধিক্কার দিতে লাগিল।

পরে রতন চরণকে বাগান দেখাইবার জন্য বাহিরে লইয়া যাইবার সময় আপনি একটী কলে চড়িল, তাহাতে কলে তাহার জুতা ব্রস, কাপড় কোঁচা ও মাথা আঁচড়ান হইতে লাগিল। কল উহার ভারে চলিতেছিল, সুতরাং উহা হইতে নামিবা মাত্র থামিয়া গেল। চরণকে ঐ কলে চড়িতে বলাতে সে অস্বীকার করিল। কিন্তু রতন যেমন ছড়ি লইবার জন্য একটী ঘরে প্রবেশ করিয়াছে অমনি চরণ রতনের ন্যায় ঐ কলে চড়িল, কিন্তু এ আবার কি বিপদ! চিরুণিতে চরণের মাথা না আঁচড়াইয়া, মুখ আঁচড়াইতে লাগিল, এমন সময় রতন বাহিরে আসিয়া তাহার বন্ধুকে বিপদগ্রস্ত দেখিয়া কল থামাইল, এবং তাহাকে না বলিয়া কলে চড়া যে অন্যায় কার্য্য হইয়াছে তাহা বলিল, কারণ চরণ রতন অপেক্ষা কিছু একটু লম্বা, চিরুণি রতনের মত ঠিক আছে, উহা চরণের খাড়াই মত ঠিক করিয়া না দিলে উহার মাথা না আঁচড়াইয়া মুখ আঁচড়াইবে তাহার বিচিত্র কি? রতন চিরুণি ঠিক করিয়া দিয়া চরণকে বলিল এখন তুমি নির্ভয়ে উঠ, কিন্তু চরণ অস্বীকৃত হইল। পরে দুই বন্ধুতে বাগান দেখিতে বাহির হইল। চরণ এত রকমের ফুল ও লতার গাছ, পাতাবাহার ও পরগাছা কখন চক্ষে দেখে নাই, সকলই যেন নূতন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পরে দুই বন্ধুতে বাগানে একটী পুষ্করিণীর তীরে উপস্থিত হইল। জলের উপরে একটী ছোট নৌকার মত

একটী কলে উভয়ে উঠিয়া একটী কামরার মধ্যে গেল। সেখানে রতন একটী কল চালাইয়া দেওয়াতে নৌকাখানি জলমগ্ন হইল এবং দুই বন্ধুতে অনায়াসে ঘরের মধ্যে বসিয়া রহিল, চরণ দেখিল নৌকা অপর পারে আসিয়াছে। তখন কৌতূহল পরবশ হইয়া জিজ্ঞাসা করায় রতন বুঝাইয়া দিল, যে নৌকাখানি একটী মৎস্যের আকারে প্রস্তুত হইয়াছে, ইহাতে জল প্রবেশ করিতে পারে না। মাছের লেজের স্থানে একটী হাল আছে, উহা দ্বারা যথা ইচ্ছা ফিরান যাইতে পারে, পাখনা স্থানে দাঁড় আছে উহা দ্বারা দ্রুত গতিতে যে দিকে আবশ্যক যাওয়া যাইতে পারে, চক্ষু স্থানে দুই খণ্ড মোটা কাঁচ আছে, উহার দ্বারা কলের মধ্যস্থিত লোকেরা বাহিরের সমস্ত বস্তু দেখিতে পায়। একটী নল দ্বারা জলের উপরকার বিশুদ্ধ বায়ু কলের মধ্যে গমনাগমন করে এবং ঐ বায়ু কলদ্বারা ঘনীভূত করিলে নৌকাখানি ইচ্ছামত ভারী করা যায়, সুতরাং আবশ্যক মত উচ্চ নীচে লম্বা বা খাড়াই ভাবে ঠিক মৎস্যের মত জলে যাতায়াত করিতে পারে। চরণ অতিশয় আশ্চর্য্য হইল। রতন বলিল "চুপ করিয়া কিছুক্ষণ বসিলে তোমাকে আরো আশ্চর্য্য করিব।" পুনরায় নৌকা ডুবিল এবং কিছুক্ষণ পরে খাড়া হইলে রতন বলিল "এখন এই কাঁচের মধ্য দিয়া দেখ দেখি, কি দেখিতে পাও।" চরণ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল, যে তাহারা গঙ্গাতে আসিয়াছে এবং সম্মুখে হাওড়ার পুল দেখা যাইতেছে। পরে নৌকা আবার ডুবিল এবং কিছুক্ষণ পরে রতনের বাটীর পুষ্করিণীর ঘাটে উপস্থিত হইল। রতন তখন বুঝাইয়া বলিল

"গঙ্গার সহিত মাটীর মধ্যে একটী নল দ্বারা পুষ্করিণীর যোগ আছে, ঐ নলের পরিমাণ অনুযায়ী এই নৌকাটী প্রস্তুত হইয়াছে, সুতরাং তাহার মধ্য দিয়া গঙ্গায় যাতায়াতের আশ্চর্য্য কি? এই কল এখনো আমার মনোমত সকল ঠিক করিয়া আবিষ্কার করিতে পারি নাই, কিন্তু সত্বর সক্ষম হইব এমন আশা আছে। সকল ঠিক হইলে সমুদ্র তলস্থ মণি মুক্তা প্রবালাদি সকল মনুষ্যের করতলস্থ হইবে, রণতরী সকল একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে, কারণ ইহা জল মধ্যে গিয়া তাহার তল ভেদ করিয়া দিয়া তাহাকে সহজেই জলমগ্ন করিতে পারিবে।" চরণ মনে মনে রতনের বুদ্ধি কৌশলের প্রশংসা করিতে লাগিল, তখন উভয়ে নৌকা হইতে নামিয়া বাটীর দিকে আসিতে লাগিল। আসিবার সময় চরণ এক স্থানে অসংখ্য "পিক পিক" শব্দ শুনিতে পাইল এবং জিজ্ঞাসা করায় জ্ঞাত হইল যে নিকটবর্ত্তী স্থানে পক্ষীর ডিম সকল কলে তা দিয়া ফুটান হয়। চরণ ইহা দেখিতে চাহিলে রতন সেই স্থানে লইয়া গেল, অসংখ্য পক্ষী শাবক "পিক পিক" করিতেছে, কিন্তু ধাড়ী একটীও নাই। শেষে রতন দেখাইল একটী বৃহৎ গম্বুজ মধ্যে মৃদু অগ্নির উত্তাপ দেওয়া হইতেছে, উপরে কয়েকটী তাপমান যন্ত্র আছে, তাহা দেখিয়া উত্তাপ কম বেশী করা হইতেছে, গম্বুজের উপরে নরম ঘাস ইত্যাদি দেওয়া আছে এবং তাহাতে হংস প্রভৃতির অসংখ্য ডিম্ব বসান আছে। পক্ষীর গায়ের উত্তাপের ঠিক পরিমাণ মত উত্তাপ এখানে পাওয়ায় ডিম সকল যথাসময়ে ফুটিয়া থাকে।

শাবক সকলের বয়স অনুযায়ী তাহাদের আহার দেওয়া হয় ও সাবধানতা লওয়া যায়। ইহাতে রতনের যথেষ্ট লাভ হয়।

রাত্রিতে দুই বন্ধুতে একত্রে আহারান্তে অনেকক্ষণ কথোপকথন করিতে লাগিল। সকল ঘরে বৈদ্যুতিক আলো থাকায় বড় শোভা দেখিয়া চরণ বিস্মিত হইল, তখন রতন বলিল "এই একটী কল আছে, ইহা ঘুরাইয়া দিলে ঘরে কি বাহিরে সর্ব্বত্রে অনেক আলো জ্বলিবে, তবে বিশেষ কর্ম্ম উপলক্ষ ব্যতীত ইহা সচরাচর জ্বালান হয় না। রাত্রে চরণ নিচেতলার বৈঠকখানায় শয়ন করার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে রতন সেই রূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিল। যাইবার সময় বলিয়া গেল যদি তোমার কিছু আবশ্যক হয় বা নিদ্রা না হয় তাহা হইলে এই নলটী দিয়া আমাকে ডাকিলে আমি উপস্থিত হইব।

রতন নিজ শয়ন কক্ষে চলিয়া গেল এবং চরণ দুগ্ধফেননিভ শয্যোপরি শয়ন করিয়া দিনের সকল বৃত্তান্ত চিন্তা করিতে লাগিল "লেখা পড়া শেখার কত গুণ, আমিতো মনে করিলে ঐ রূপ হইতে পারিতাম, কিন্তু সামান্য আলস্যপরতন্ত্র হইয়া রতনের তুলনায় আমি পশুর মত আছি। রতন পৃথিবীর কত উপকার করিয়া চিরস্মরণীয় হইতেছে অথচ সদুপায়ে আপনিও পয়সা উপার্জ্জন করিয়া সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে।" এই রূপ নানা প্রকার ভাবনায় চরণের নিদ্রা হইল না, শেষে রতনকে বলিবার অভিপ্রায়ে একটী

নল দিয়া বলিল, "আমি এখনো ঘুমাই নাই, এস আমার নিকট এস" এই কথা বলিতে না বলিতে বৈদ্যুতিক আলোকে এক স্ত্রী লোকের ছায়া-মূর্ত্তি দেখা দিল এবং রাগান্বিত ভাবে বলিল, "নির্ব্বোধ! তোর বন্ধুর ভগিনীকে নিজ ভগ্নী বলিয়া সম্ভ্রম করিতে কি জানিস না?" ছায়া-মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল, চরণের আর তখন জানিতে বাঁকি রহিল না, যে, সে সর্ব্বনাশ করিয়াছে, ভ্রম বশতঃ রতনের ভগ্নীর ঘরের নলে কথা কহিয়াছে। কি করিবে কিছুই উপায় স্থির করিতে না পারিয়া আলো জালিবার অভিপ্রায়ে যেমন একটী কল ঘুরাইয়া দিবে, অমনি ঢং ঢং করিয়া ভয়ানক শব্দে ঘড়ী বাজিতে লাগিল। শব্দ শুনিয়া রতন তাড়াতাড়ি উপস্থিত হইয়া আলো জালিল এবং চরণকে জিজ্ঞাসা করায় সকল বৃত্তান্ত অবগতো হইল। তখন রতন বলিল "একটু থাম, প্রতিবাসীরা ঐ ঘড়ী বাজাতে বিপদ আশঙ্কা করিয়া ঐ দেখ টেলিফোঁতে জিজ্ঞাসা করিতেছে, আমি উহাদের উত্তর দেই।" পরে সকল ঠাণ্ডা করিয়া খানিক কথা বার্ত্তার পর রতন পুনরায় শয়ন করিতে গেল। চরণ পুনরায় শুইল কিন্তু আবার নানা চিন্তা মনোমধ্যে উদয় হওয়াতে কোন মতে নিদ্রা আর আসিল না, তখন বাহিরে আসিবে মনে করিয়া যেমন বারান্দার দরজা খুলিতে যাইবে, অমনি বৈদ্যুতিক জোরে তাহার সর্ব্বশরীর অবশ হইল, দরজার ঠেশ দিয়া কাত ভাবে অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া রহিল।

প্রত্যুষে রতন আসিয়া তাহার বন্ধুর দুর্দ্দশা দেখিয়া

তাহাকে বৈদ্যুতিক আকর্ষণ হইতে উদ্ধার করিল, সে অমনি লম্ফ দিয়া বেগে পলায়ন করিল, রতন পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া অনেক বলিল কিছুতেই শুনিল না, বলিল "বাবা, তোমার বাটী কলে পূর্ণ, বিজ্ঞানের গুণে জড় জগত তোমার করতলন্যস্ত, কিন্তু আমার মত মূর্খ লোকের তোমার বাটীর সংস্পর্শে আসিতে নাই।" ইহা বলিতে বলিতে চরণ অদৃশ্য হইল।

পাঠক! মন দিয়া বিদ্যাভ্যাস কর, রতনের মত বড়লোক হইতে পারিবে, নচেৎ চরণের মত সর্ব্বত্রেই কষ্ট পাইবে।

চতুর অশ্ব-বিক্রেতা।

এক ধনী ব্যক্তির খুব ঘোড়ার সক ছিল, ভাল ঘোড়া তাঁহার নজরে আসিলেই তিনি তাহা অতি উচ্চ মূল্য দিয়াও না খরিদ করিয়া থাকিতে পারিতেন না। একদা এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট এক অতি সুন্দর ঘোটক আনিয়া উপস্থিত

করিল। তিনি পূর্ব্বে পূর্ব্বে যত উৎকৃষ্ট ঘোড়া দেখিয়াছেন বোধ হইল উহা সে সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তিনি উচ্চদরের ঘোড়-সোয়ার ছিলেন, সেই ঘোড়ায় আরোহণ করিয়া এবং তাহা হাঁকাইয়া তাহার গতিকে তিনি মনে মনে যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন; দেখিলেন ঘোড়া সম্পূর্ণ তেজীয়ান অথচ একান্ত শান্ত শিষ্ট, এতাদৃশ গুণ দেখিয়া সেই ঘোটক রত্নের মূল্য জিজ্ঞাসা করিলেন। বিক্রেতা আড়াই হাজার টাকা মূল্য চাহিল। ধনী ব্যক্তি তাহা দিতে সম্মত না হওয়ায় বিক্রেতা ঘোটক লইয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। সে কিছুদূর গিয়াছে এমন সময়ে ধনাঢ্য বলিলেন, তুমি ফিরিয়া যাও কেন, ন্যায় সংগত মূল্য কি, তাহা বল না, আমি তাহাই দিব। তখন সেই চতুর ব্যক্তি বলিল যে আপনি যদি এই ঘোড়ার জন্য ২৫০০ টাকা দিতে সংকোচ বোধ করেন, তবে ঘোড়ার চারিপায়ে যে নাল বাঁধান আছে তাহাতে সমুদয়ে ২৪টী প্রেক আছে। প্রথম প্রেকে এক পয়সা, দ্বিতীয় প্রেকে দুই পয়সা, তৃতীয় প্রেকে চারি পয়সা, এই রূপে প্রত্যেক প্রেকে পয়সা দ্বিগুণ করিতে করিতে যত পয়সা হয় আমাকে তাহাই দিন, আমি ঐ গণনা অনুসারে পয়সা পাইলেই সন্তুষ্ট হইব। ধনী খুসী হইয়া সম্মত হইলেন এবং ঘোড়াকে একেবারে আস্তাবলে লইয়া যাইতে হুকুম দিলেন। তিনি মনে করিলেন এ লোকটা কি মূর্খ, আড়াই হাজার টাকার পরিবর্ত্তে কতকগুলি পয়সা পাইয়া সন্তুষ্ট হইতে স্বীকৃত হইল। বিক্রেতা এই সময়ে আরও বলিল, মহাশয় আমি আপনাকে আমার

পণে আবদ্ধ হইতেও বলিতেছি না, যদি উক্ত গণনানুসারে শেষে পয়সা দিতে অসম্মত হন, তবে আপনি অঙ্গীকার করুন যে আমাকে আড়াই হাজার টাকাই দিবেন। ধনী অকুতোভয়ে অঙ্গীকার করিলেন। আঁকের উপর তাঁহার চিরকালই ভয়, তিনি কায়স্থ মুহুরীকে ডাকাইলেন। সে ব্যক্তি অঙ্ক কষিতে প্রবৃত্ত হইল এবং জিজ্ঞাসা করিল কোথাকার তালুক খরিদ করা হইবে? বাবু বলিলেন, ওহে একটা ঘোড়া কেনা হইয়াছে, তাহারই দর কষিতে বলিতেছি। সে বলিল আপনি কি ক্ষেপিয়াছেন? গণনায় ১,৩১,০৭২ টাকা হইতেছে। ধনী বিস্মিত হইয়া ভাল করিয়া দেখিতে বলিলেন, কিন্তু ঐ গণনাই ঠিক হওয়াতে তখন হতবুদ্ধি হইয়া আড়াই হাজার টাকা দিয়া বিক্রেতাকে বিদায় করিলেন।